

মামলার ফল

নাটক

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শবৎচন্দ্রের

গল্প অবলম্বনে

মাট্যরূপ

রবি রায়

অধ্যক্ষ

২০/এ গোবিন্দ সেন সেন

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
৩১শে ভাদ্র, ১৩৪৮

প্রকাশক
যতীন্দ্রকুমার ঘোষ
অধ্যয়ন
২০/এ গোবিন্দ সেন লেন
কলিকাতা-১২

মূল্য : আড়াই টাকা

প্রচ্ছদ
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
হুম্মিলকুমার ঘোষ
হুম্মিল প্রিন্টার
২, কেশব মিল বাই লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

সাহিত্যের সমস্ত শাখার মধ্যে নাটকেই বস্তুবস ও জীবনবস সবচেয়ে বেশী। গল্প উপন্যাসে জীবনের স্বচ্ছতাকে মাঝে মাঝে ঢেকে রাখা গেলেও নাটকে তার অবকাশ একেবারেই নেই। তাই নাটকের সফলতায়, নাটকের রসোত্তীর্ণতায় সাহিত্য-শিল্পের বেশ একটু সূক্ষ্ম কারিগরির প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্রের গল্প-সাহিত্যের নাট্য-রূপায়ণে এই শিল্পগত কৃতিত্বের প্রয়োজন সবিশেষ। কারণ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যে জীবনকে দেখেছেন, যার অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশ করেছেন, তাঁর সাহিত্যে কেবল তাকেই তিনি এঁকেছেন। বুদ্ধি বা কল্পনা তাঁর কথাসাহিত্যে সৃষ্টির হাতিয়ার নয়, অহুভূতি ও সহমর্মিতাই তাঁর সৃষ্টি-প্রেরণার উৎস। তা ছাড়া, সমাজের একেবারে তলার মানুষগুলোর ব্যবহারিক ও অন্তর্জীবনকে যেভাবে তিনি চিত্রায়িত করেছেন তারও তুলনা কেবল তিনি নিজেই।

এ অবস্থায় ‘মামলায় ফল’ গল্পটির নাট্যায়নে শ্রীবি রায় কতকটা দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন বলে আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু নাটকটি আগাগোড়া পড়ে বুঝলাম, গল্পের নাট্যরূপদানের আটকে শ্রী রায় অনেকখানি আয়ত্ত করেছেন। শিবু, শঙ্কু, গঙ্গা, বিন্দু, পাঁচু, চৌধুরী, দারোগা, গয়াবাম প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের, বৃত্তির ও রুচির নারী-পুরুষের জীবনায়নে শ্রী রায় অমর কথাসাহিত্যিকের শিল্পমূর্তিকে সত্যই ভাস্বর ও জীবনগাঢ় করে তুলেছেন। গল্পের শিবু ও শঙ্কুকে আমরা তাদের স্বরূপেই জেনেছিলাম, চিনেছিলাম, সন্দেহ নেই; কিন্তু তাদের এই নাট্যরূপের মধ্যে আমরা তাদের যেন দেখতে পেলাম, তাদের কথাবার্তাও যেন কানে শুনলাম। গঙ্গা ও বিন্দুর বাহ-বিসংবাদ যেন সহসা তাদের বাড়ীর উঠানে আমাদের চোনে নিয়ে গেল।

শ্রী রায় নাটকটির প্রত্যেকটি দৃশ্যে গোটা বিষয়বস্তুকে যেভাবে খণ্ডিত ও সজ্জিত করেছেন, তা-ও তাঁর নাট্যসাহিত্যের কলাজ্ঞানের অল্লাস্তু সাক্ষ্য।

শ্রী রায় বয়সে আজও নবীন এবং এ জাতীয় সাহিত্যশিল্পের রূপায়নে তাঁর অভিজ্ঞতাও অপ্রচুর। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে প্রবীণতার আঁচ দেখলাম এবং লেখনীও প্রতিশ্রুতিতে ভরা বলেই মনে হলো।

নাটকখানি রসিকমহলে তার প্রাপ্য পরিচয় লাভ করুক, এই শুধু চাই।

দু-চার কথা

মহেশের মতো মামলার ফলেরও নাট্যরূপদানে অনুপ্রাণিত করে এবং নাট্যানির্দেশনার দায়িত্ব দিয়ে সি.টি.সি.ই.রিক্রিয়েশন ক্লাব আমার কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হয়েছেন। মহেশের মতো এটিও পাঠক সাধারণ ও নাট্যসংস্থাগুলি কর্তৃক আদৃত হলে আমার পদিশ্রম মার্জক হবে।

পুস্তক প্রকাশনায় এবারও ঐশ্বর্য শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষের আনুকূল্য পেয়েছি। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

আমার শিক্ষাগুরু ডঃ শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এর একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। তাঁকেও আমার প্রণাম জানাই।

যে-সব শিল্পী ও কলাকুশলী প্রথম অভিনয় রজনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

* * *

মহেশ নাটকের গানগুলির রচয়িতা কে, এ সম্পর্কে অনেকে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। তাই পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, মহেশের মতো মামলার ফলের গানগুলিও আমারই রচিত।

আমার শিক্ষাগুরু কবি ত্রীদিনেশ দাস এবং গুরুপ্রতিম কবি ও সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ ডঃ ত্রীভদ্রসঙ্ক বহুর হাতে ‘মামলার ফল’ জ্ঞান সঞ্চে অর্পণ করলাম।

নাট্যরসিক ও স্বাধীজনের জন্তু রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

রবি রায়

: এই লেখকের :

জিপ্সী মথ্

কাব্যগ্রন্থ

অন্ধকারে পদাভিক মুহূর্তগুলি

কাব্যগ্রন্থ

মহেশ

নাট্যরূপ

ঈহামৃগ

একাক্ষ সঙ্কলন

নাটক নয়

নাটক

আলোর আড়ালে

নাটক

চরিত্র

শিবু সামন্ত	...	সম্পন্ন চাষীগৃহস্থ
শঙ্কু সামন্ত	...	শিবুর ভাই
পাঁচু	...	শিবুর ঞালক
গয়্যারাম	...	শঙ্কুর ছেলে
চৌধুরী মশাই	...	জমিদার
দত্ত মশাই	...	সম্পন্ন গৃহস্থ
দারোগা	...	
ফেলারাম	...	চৌকিদার
পাঁড়ে	...	কনেষ্টবল
রামসিং	...	কনেষ্টবল
পেয়াদা	...	
বৈরাগী	...	
গঙ্গাধর	...	শিবুর স্ত্রী
বিশ্ব	...	

প্রয়োজনা

সি. টি. সি. ই. রিক্রিয়েশন ক্লাব

সঙ্গীত—শ্রীহনোলবরণ

রূপসজ্জা—বি. বি. দত্ত অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

নির্দেশনা

রবি রায়

মঞ্চ—শ্রীমতু দত্ত

আলো—শ্রীঅশোক দাস

স্মারক

শ্রীহনোল মুখোপাধ্যায়

শ্রীবারিকচন্দ্র বসু

শিল্পীগণ

শিবু	...	শ্রীপ্রশান্ত বোষাল
শঙ্কু	...	শ্রীমলিল বন্দ্যোপাধ্যায়
পাঁচু	...	শ্রীঅসীম বসু
গয়্যারাম	...	শ্রীহুজুরচন্দ্র দাস
চৌধুরী মশাই	...	শ্রীহনোলকুমার মুখোপাধ্যায়
দত্ত মশাই	...	শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত
হারোগা	...	শ্রীধীরেন্দ্রমোহন নাথ
ফেলারাম	...	শ্রীপান্নালাল পাল
পাঁড়ে	...	শ্রীপকানন খাটা
হামসিং	...	মহম্মদ নাসিম আখতার
পেয়ারা	...	শ্রীমণীন্দ্রনাথ নাগ
বৈরাগী	...	শ্রীহুশান্ত ভট্টাচার্য
মজুমদার	...	শ্রীমতী দীপালি ঘোষ
কিনু	...	শ্রীমতী হালা দাস

মামলার ফল

প্রথম দৃশ্য

[শিবু সামস্তের বাড়ী। ছপাশে দুটি ঘর এবং-মাঝখানে প্রশস্ত উঠোন। পিছনে একটি বাঁশ ঝাড়। পর্দা উঠলে দেখা যাবে শিবুর ছোট ভাই শঙ্কু রাগতভাবে বাইরের দিকে ঝাওয়ার উপক্রম করছে এবং শিবু তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।]

শিবু। শঙ্কু শোন! শোন! মাথা গরম করিস নে।

শঙ্কু। তুমি তো খালি আমারে মাথা গরম করতিই থাকো। তা বেশ তো, মাথা-গরম নোকেবে নে তোমার সমস্যায়ে অশান্তি—তা আমারে ছেড়ি ছাপ, আমি মাগ-ছেলে-মেয়ে নে ভেল হয়ে যেতেছি।

শিবু। আহা! ভেল হবার কথা উঠতেছে ক্যানে! আমিষ্টিকি ভেল হবার কথা কিছু বলতেছি?

শঙ্কু। না তুমি বলবে ক্যানে? তুমি ধর্মিষ্ঠি সাধু পুরুষ। তুমি কি আর ভেল হবার কথা মুখ দে বলতি পারো? তাই আমিই বলতেছি। কিন্তু এই আমি তোমারে বলতেছি দাদা, আমি সইলেও—ধম্মে সইবে নে।

শিবু। কেন পাগলের মত বকতেছে ছাখো!

শঙ্কু। ছাখো দাদা, পাগল পাগল কোরো নি বলতেছি। আমি পাগল আছি, ছাগল আছি—বা আছি, তা আছি। কিন্তু তাই বলে বোঁঠানের ও মুখ নাড়া আমি সইতি পারবু নি। বলি লক্ষ্মি তো আমার বাপের—না, কি বোঁঠান তার বাপের বাড়ী থেকে নে এয়েছে?

[গন্ধামনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো]

গঙ্গা। তাখো ঠাকুর পো, বাপের বাড়ী তুলে কথা বোলোনি বলতেছি, ভাল হবেনে—

শিবু। আহা! তুই আবার এর মধ্য কথা বলতি এলি ক্যানে?

গঙ্গা। তুমি থামো! কথা বলতি এলি ক্যানে? কথায় কথায় আমার বাপের বাড়ী টানবে—আর আমি কথা বললিই যত দোষ। ভারী আমার গুরু ঠাকুর এয়েছে রে।

শম্ভু। দাদা, তোমার পরিবারেরে সামলাও বলতেছি। নইলে—

গঙ্গা। নইলে কি করবে শুনি? মারবে না কি? মেনি মুখো পুরুষ, পরিবারে যেই এটুই ফুসুর ফুসুর করে নাগিয়েছে, আর অমনি উনি এয়েছেন কোমর বেধি ঝগড়া করতি।

[বিন্দু তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো]

বিন্দু। সব কথায় ছোট বউরে ধরে টান পাড়তে যেও নি বলতেছি দিদি, কি বলব, ভাসুরঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে, নইলে—

শিবু। ভাসুর বলে মাস্তিটাই বা কি করতেছ ছোট বোমা? যেমন করে কৌদল করতি ছুটি এলে—

শম্ভু। ভাসুর হয়ে এত বড় অপবাদটা দিওনি দাদা! ছোট বো কৌদল করতি এয়েছে? আর বড় বোঁঠান ব্যাখন ছুটি এলো, কই ব্যাখন তো কিছু বলতি পারলে নে। মেনি মুখো ব্যাটা ছেলে যে তোমারে বলে নোকে—

শিবু। কে বলে? কোন্ শালা শালীয়া বলে? আমি মেনি মুখো? ভূভারতে কেউ একথা বলতি পারবে নি।

শম্ভু। না, বলতে পারবে নি। তেবু যদি চোখির সুমুখে না দেখতুম!

গঙ্গা। চোখ আমাদেরও আছে ঠাকুর পো, আমাদেরও আছে। পরিবারের কথা সব সোনারীই শোনে। কিন্তু তাই বলে তোমার যত মাস্‌চাটা কেউ লয়। হবে নে ক্যানে? কোন্ বংশ থেকে মেয়ে এনিছ যবে—

বিন্দু। আ-হা-হা। আর উনি একেবারে উকলী এয়েছেন, সগুগ থেকে ভোট হয়ে মাটির পৃথিবীতে নেমি এয়েছেন। বলি, খুব যে বংশ বংশ করতেছ দিদি, তেবু যদি তোমার বাপের ঘরে দু বেলা দু মুঠো জুটত।

গঙ্গা। মুখ সামলে কথা বলবি ছোট বউ, বাপের বাড়ী তুলি খোঁটা দিবি।

বিন্দু। ওঃ, উনি আমারে বাপের বাড়ী তুলি খোঁটা দেবেন, আর আমি ম্যান ওনারে গঙ্গা জল দে পূজা করব! নেহাৎ ভাস্কর সামনে তাই—

শিবু। শব্দ, ছোট বোঁমারে ঘরে যেতি বল।

বিন্দু। “ছোট বউমারে ঘরে যেতি বল!” শুন্দে, শুন্দে তুমি বটঠাকুরের কথা।

শব্দ। শুন্দলুম তো—

বিন্দু। তা শুন্দলেই যদি, তা হলি বটঠাকুরের একবার জিজ্ঞেস করো না—ছোট বোঁমারে তো তিনি ঘরে যেতি বোলভিছেন, আর বড়গিন্নী যে যিঙ্গির মতন উঠোন জুড়ে নেত্যা করতেছে, তার কি হবে? কি বলব, ভাস্কর মাহুষ—নইলে জবাব আমি কিছু কম দিতি জানিনে।

গঙ্গা। তা জানবিনি ক্যানে? জবাব দিতি কম পারলে খস্কর-ভাস্করের মুখ পোড়াবি কি করি?

শব্দ। এ কথাটা তুমি অলেখ্য বলতেছ বোঁঠান। ছোট বোঁয়ে তুমি দুটি চোখে দেখতি পার নে, তাই। নইলে মুখে মুখে জবাব দেবার মেয়েই ও লর।

বিন্দু। [হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল] ওগো বাবাগো, তুমি সগুগ থেকে চোখ মেলি জাখো গো, তোমার বিন্দির কি হেনস্তা হচ্ছে গো।

শব্দ। অ্যাই জাখো! চিংকার করে কাঁদতি আরন্ত করল জাখো। যাও, ঘরে যাও।

শিবু। বড় বউ—ঘরে যা। ছিঃ ছিঃ! কি অনাছিষ্টী কাণ্ড বলদিনি! গাঁয়ে ঘরে মান ইজ্ঞত আর কিছু রইল নি।

গঙ্গা। মান ইজ্ঞত আর থাকবে কি করে? বেলাজ বেহারার মত যে কাণ্ডটা

করতেছে তোমার ভাই আর ভাঙ্গ, মান ইজ্জৎ তো তুচ্ছ কথা, আমরাই
আর টিকতে দেবেনে। [ঘরে গিয়ে ঢুকল]

শত্ৰু। শুনলে, শুনলে দাদা, তোমার পরিবারের আশঙ্কার কথা!

শিবু। শুনলুম তো! কিন্তু ছোট বোঁমা, তুমি এবার ঘরে যাও মা! যা হয়,
আমরা ছুতায়েই এটটা ব্যবস্থা করব খন।

[বিন্দু তার ঘরে গিয়ে ঢুকল]

শত্ৰু। এর আর ব্যবস্থা করা করির কি আছে দাদা! আমি তো তোমারে
পেরখমেই বলেছি, এভাবে আর এক সমস্যারে থাকা যাবেনে। আমরা
তুমি ভেঙ্গ করি ছাও।

শিবু। সেই তোর এক কথা, ভেঙ্গ করি ছাও, ভেঙ্গ করি ছাও। যেন ভেঙ্গ
করি দিলে তুই সোনার থালায় ভাত খাবি শত্ৰু!

শত্ৰু। তা' সোনার থালায় খাই. কি শাল পাতায় খাই, সে আমিই বুঝব।
কিন্তু রোজ রোজ তাই বলে বড় গিন্নীর মুখ নাড়া আমি সইতি পারবুনি!

শিবু। কিন্তু নোকেই বা কি বলবে বলদিনি। শত্ৰুরেরা হাসাহাসি করবে নি
এই নিয়ে!

শত্ৰু। এর আর হাসাহাসির কি আছে? ভেঙ্গ কি আর হয় না নোকে?

শিবু। আহা হবেনে ক্যানে? কিন্তু শুহু শুহু—

শত্ৰু। শুহুশুহু! এরপরও তুমি বলবে যে শুহু শুহু?

শিবু। আহা! হলটা কি তাতো বলবি? এক অঙ্গে থাকতি গেলে ওরকম
কত হয়। বলে, থালা বাসনগুলো যে পাশাপাশি থাকে—তা তাতোও
তো মনে কর, এর গায়ে ওটি এটটু ঠুকুস করে নাগল, কি ওর গায়ে
এটি—অমনি ঝন্ ঝন্ করি বেজি উঠল। তা বলে কি কেউ থালা বাসন
কেলি দিয়ে মাটিতে ভাত ধায়?

শত্ৰু। সে আমি অতো জানিনে দাদা, কিন্তু এক সমস্যারে আর আমি
থাকবুনি।

শিবু। যা, যা, ও সব পাগলামি করিস নে। নাঙলটা নে, চল মাঠে যাই।
আর তা ছাড়া, প্রেথক হওয়া কি এতই সোজা! একি এটুটা কলাপাতা
যে হেঁসোটা দে মাঝখানে এটুটু চিরে দিহু—আর অমনি বাস দুটো
টুকরো হয়ে গেল!

শম্ভু। সে তুমি যাই বল, আর যাই করো দাদা—এক অল্পে আর লয়। মন
যাখন একবার বিগড়েছে, ত্যাখন আর তাতে জোড়া তালি দিতি যেও
নি! বলি, মাটির হাঁড়ি একবার ভাঙলে কি আর জোড়া নাগে?
আর তা'ছাড়া, তুমি তো তোমার ছোট ভাজেরে চেনই। একবার
যাখন মুখ দে বার করেছে যে ভেঙ্গ হবো—ত্যাখন আর কারো ক্যামতা
নেই যে তা আটকায়।

শিবু। ও! তা হলি ছোট বোঁয়ের কথাই বেদ বাক্যি তোর কাছে! আর
আমি যে বড় তাই—বাপের মতন করে তোরে মাছুষ করহু, আমি
কিছু লয়? হাঁরে শম্ভু, তোর গায়ে কি এটুটা মাছুষের চামড়াও
নেইরে! আজ বড় গিন্নীর এটুটা তুচ্ছ কথাই জন্জি তুই ভেঙ্গ হয়ে যেতি
চাচ্ছিস? তোর একবার মনেও হলনি—ঐ বড়গিন্নী তোরে নিজের বড়
বোনের মতন—কপাল, কপাল, সবই কপালের ফের। নইলে তোর
অমন নকখীমন্ত বউটাই বা মরবে ক্যানে? আর সমসারে—

শম্ভু। ঐ তো—অমনি তুমি ফস করে গয়্যারামের মায়ের কথা ভুলতেছ। ছোট
বউয়ের কানে গেলি—

শিবু। ও! যে মাছুষটা মরি গেছে তার কথাটাও বুঝি এ বাড়িতে আর
উঠতি পারবে নে। এই বুঝি আমাদের ছোট বোঁয়ার বিধেন।

শম্ভু। সব কথাই এমন ট্যারা ব্যাকা করে নেও ক্যানে বলতো দাদা। নিজে
তো আর দোজবরে লও, নইলে বুঝতে কি অনাছিষ্টির আগুন নে আমি
ধর করি।

শিবু—তা, ভেঙ্গ তাহলি হবিই ঠিক করেছিস?

শঙ্কু—হ্যাঁ।

শিবু। বেশ! তা হলি চল, একবার চৌধুরী মশায়ের কাছে যাই। তিনি যা বিধি ব্যবস্থা করবেন—তাই তো মেনে নিবি, না কি?

শঙ্কু। তা তো বটেই। চৌধুরী মশায়ের বিচারের উপর আর কার কি কথা আছে!

শিবু। তা হ্যাঁরে, ভের হরে প্রেথক তো হবি। কিন্তু গয়াবামের কথাটা একবার ভেবে দেখেছিল?

শঙ্কু। তার কথা আবার ভাবাভাবির কি আছে?

শিবু। বা! ভাবাভাবির নেই? ধর, তার মায়ের মিত্যুর পর—মা বড়ী বলাই নে, ছোড়াটা এই যে এত বড়টি হয়েছে, সে তো তার এই জ্যেষ্ঠীরই হাতে। তা তারে ছেড়ি সে কি থাকতি পারবে?

শঙ্কু। এর আর ছেড়ি থাকি থাকি কি? সমসার ভাগ হলিও ভিটে ছেড়ি কেউ তো আর আমরা উঠি যাচ্চিনে। তেবু কথাটা ব্যাখন তুললেই, ব্যাখন বলি, প্রয়োজন হলি ছেড়ি থাকতি হবে বৈকি? বাপই যদি ভের হ'ল, তা হলি ছেলে থাকবে কিসের স্বাদে বল?

[গঙ্গামণি ঘর থেকে বেরোল]

গঙ্গা। ছেলে থাকবে ছেলের স্বাদে। ওঃ, ওনারা ভের হবে বলে ছেলেটারেও যেন আমি পর করি দেব?

শিবু। আঃ, আবার তুই কথা কচ্চিস! দেখছিল যে এটটা সমিস্ত্রের পড়েছি।

গঙ্গা। সমিস্ত্রে, সমিস্ত্রে আবার কিসের শুনি? ভের হলি যদি কারো সোয়াস্তি হয়, তা হোক না ভের। ভের হলি ব্যাখন বুঝবে যে কত ধানে কত চাল।

শঙ্কু। শুনতেছ দাদা, শুনতেছ। সাথে কি আর ভের হতে চাচ্ছি? শালায় সমসার তো লর—উদ্ধারপণ্ডের মহাম্মদান।

গঙ্গা। বলি, মশানের আর দেখেছ কি? প্রেথক হও, তারপর দেখবে মশান

কারে বলে ? ওঃ ! ভেঙ্গ হবে বলি ভয় দেখাতেছে ! ক্যানে, ভেঙ্গ হলি আমার ক্ষেতিটা কি হবে শুনি ?

শিবু। বলি, তড়বড় করে এক গঙ্গা কথা তো বলে গেলি ! আসল সমিষ্টেটা কি, তা ভেবেছিল একবার ?

গঙ্গা। ক্যানে ? সমিষ্টেটা আবার কি ?

শিবু। সমিষ্টে নয় ! ধর, বাপই যদি ভেঙ্গ হয়ে গেল, তাহলি গয়্যারাম আর আমাদের সমস্যারে থাকবে কি করে-শুনি ?

গঙ্গা। যে করে এদিন ছেল ! কথাতেই বলে না, মা মরলিই বাপ তালুই ! মা মরা ঐ অপগণ্ডটারে আমি বাপু সৎমার হাতে ছেড়ি দিতি পারব নে !

শঙ্কু। ঐ তো তোমার দোষ বোঁঠান। ছেলেবেলা থেকে সৎমা, সৎমা করে শিখিয়ে তুমিই তো ছেলেটার মাথাটা খেয়েছো ! সৎমা আবার কি কথা ?

গঙ্গা। তুমি আর আমায় শেখাতে এনোনি ঠাকুর পো। কথায় বলে না, সৎমা মাসী ডান, সতীন পুতুর খান। ঐ সৎমা আবাসীর হাতে ছেলে দিতি আমার বয়ে গেছে।

[বিন্দু ঘর থেকে বেরোল]

বিন্দু। ভাখো দিদি, বা মুখে আসে, তাই বলোনি বলতেছি। আমি তোমার কি এমন পাকা ধানে মই দিয়েছি গো, যে না-হক আমাকে গালমন্দ করতেছ ? সতীন পুতুর—তা বেশতো, সতীন পুতুরয়ে আমার কাছে না দিতি চাও, তো তুমিই রাখো নে। ভালট তো, আমাদের আর খাওয়া পরা যোগাতি হবেনে।

শঙ্কু। তুই মাসী, এত ক্যাচ ক্যাচ করিস ক্যানে বলদিনি। খাওয়া পড়া যোগাতি হবেনে, তাই উনি ছেলে দান করতেছেন। আমার অমন উপযুক্ত ছেলে, আর ছুদিন বাদে যোজগার পাতি করবে—তা সবই বড্ড গিরীর পত্ত্তে যাক আর কি ?

গঙ্গা। ছিঃ ছিঃ ঠাকুর পো! বলতি তোমার এটুটু হায়া পিস্তি হল নি? গঙ্গারামের যোজগারের পিত্যেশ আমরা করি!

বিন্দু। না তা করবে ক্যানে? জাকা, ভাজা মাছটি উল্টে খেতি জানো নে। নিজের তো নেই, তাই পরের ছেলেরে ভানিয়ে নিতি চাইতেছে, যাতে শেষ বয়সে—

গঙ্গা। ছোট বো! নিজে মা হয়ে তুই এমন করে আমারে বললি ছোট বো? ভগবান্ আমার কোল খালি করেছেন তাই। কিন্তু তুই একবার ধর্মের দোহাই দে বল দেখি ছোট বো, তোর কোন্ ছেলে মেয়েটারে কবে কোন্ দিন এতটুকু অনাদর অযত্ন করেছি? এই ধর্ম সাক্ষী রেখে পিতিজ্ঞে করতেছি ছোট বো, পরেরে দিয়ে যাব, তেবু তোদের এটুটা পয়সাও দিয়ে যাবনে—গাছের এটুটা পাতা পঙ্কস্ত লয়।

[চোখ মুছতে মুছতে ঘরে গেল]

বিন্দু। ওঃ, গাছের এটুটা পাতা পঙ্কস্ত দেবনে। ঘেন ওনাদের কাছে হাত আমরা পেতেই আছি আর কি! আমাদের তো এমন আলাগা চোখের জল নেই, তাই সম্মারে আমরাই হলুম দুষ্ট পাজি বজ্জাত।

[খর খর করে ঘরে ঢুকল]

শঙ্কু। তা হলি ঐ কথাই রইল দাদা। চল দুজনে চৌধুরী মশায়ের কাছে যাই।

শিবু। চল, কিন্তু এখনো বলতেছি শঙ্কু, মাথা ঠাণ্ডা করি ভেবি জাখ। এমন করি ভের হোসনে।

শঙ্কু। মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে দাদা। এখন যাবে তো চল।

[দড়ি থেকে ফড়িয়া টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে উভয়ের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্য পট পূর্বাহ্নঘাটী । শিবু-শঙ্কু দু-ভাই দুপাশে দাঁড়িয়ে, গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই এবং সম্পন্ন গৃহস্থ দত্তমশাই বেতের মোড়ায় বসে আছেন]

চৌধুরী । তাহলে শিবু । সব ঠিক বিলি ব্যবস্থা হলতো ? শঙ্কু কি বলছ ?

শঙ্কু । আজ্ঞে আপনার কথার উপর কথা কব, এমন বাপের কুপুতুরই আমি লই । জিজ্ঞেস করুন বরং আপনার বড় সামন্তরে ।

শিবু । জাথ শঙ্কু, পায়ে পা দে ঝগড়া করতি আসিসনে । অ্যাঃ । উনি বাপের সুপুতুর এলেন, আর কুপুতুর হনু য়ানে আমি একা !

চৌধুরী । আহা ! আবার ঝগড়া বাঁটি শুরু কোরো না শিবু । একেতো এই ঝগড়াবাঁটি—অশান্তির জন্তেই ভায়ে ভায়ে পৃথগ্ন হল, তার উপর—না কি বল দত্তজা ?

দত্ত । আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই । পাছে ভায়ে ভায়ে বিবাদ হয়ে একটা মাথা কাটাফাটি—কি থানা পুলিশ হয়—

শিবু । কিন্তু গা জ্বালানে কথাটা একবার শোনেন দত্তজা । চৌধুরীমশাই নিজে য়াখন দয়া করি আপনারে নে এসে সব ভাগ যোগ করি দেলেন, ত্যাখন এর মধ্য আবার সুপুতুর কুপুতুর এসব কথা তুলবার তোঁর দরকারটা কি বলেন ? নইলে কে যে বাপের কেমন সুপুতুর, সে কথা তোঁ আর গাঁয়ের নোকের জানতি বাকি লেই ।

শঙ্কু । জানেই তো, গাঁয়ের নোক জানেই তো । শুনে এসো না গিয়ে গাঁয়ের নোকে কি বলে তোমায় ?

শিবু । শুনেছেন, শুনেছেন চৌধুরী মশাই, আপনিও শুনলেন তো দত্তজা, ছোট ভাই হয়ে—

চৌধুরী । যাক, যাক ছাড়ান দাঁও । তা হলে শেষ পর্বন্ত দাঁড়াল কি শোন—তোমাদের চাষ বাস, জমিজমা, সবস্বই একেবারে চুলচেরা ভাগ করে দিলাম । দত্তজা আমাদের বিবরী লোক, তাকে সামনে রেখেই সব করলাম, যাতে তুল ক্রটি হলো—

দত্ত। আরে না, না, আপনি হলেন আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—
গোটা একটা পরগনার—

চৌধুরী। তবু ভুলভ্রান্তিও তো হতে পারে। তাই তোমাকেও আমার সঙ্গে
রাখলুম। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম—শিবু, শম্ভু—তোমরা দুভায়ে ঘর ঘর
পরিবার নিয়ে যে ঘরে আছ, সে সেই ঘর নিয়েই তোমরা থাকবে।
দুপাশেই যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা রইল—ভবিষ্যতে যদি মনে করো কারো
অকুলান হয়, তা হলে আবার নতুন ঘর তুলে নিতে পারবে। না কি বল
দত্তজা ?

দত্ত। হ্যাঁ, তা বৈকি ? ধরুন ছেলেপুলে বড় হল, কি তাদের বিয়েসাহি হল,
তা হলে তো ঘরের অকুলান হবেই। অবশ্য শিবুর আমাদের ছেলেপুলে
নেই। কিন্তু শম্ভুর, কি বলে, বাচ্চাকাচ্চার সংসার—

শম্ভু। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে আপনাদের ছিচরণের আশীর্ব্বাদে হয়ে
যাবে আর একখানা ঘর। আর তা ছাড়া ধরুন—বড় ছেলেটা তো
গায়ে পায়ে সা একটা জোয়ান হয়ে উঠেছেই, সেই বা না কোন্‌ দু দশ
টাকা রোজগার করবে—

শিবু। অমন কমটি করিসনে শম্ভু। দুটো পয়সার নোভে গয়রামের পড়া
নেখাটা এখনই ছাড়াসনে।

দত্ত। ও ওদের বাপছেলের কথায় তোমার আর না থাকাই ভাল শিবু, কি
দরকার ! পৃথগন্নই যখন হয়ে গেলে—

চৌধুরী। দত্তজাতো ভাল কথাই বলেছে শিবু। এখন থেকে এবার একটু বৃক্ষে
সম্মুখে চোলো। পরের কথায় আর তুমি খেকো না।

শিবু। আজ্ঞে এ বিচার আপনার ঠিক হলোনি চৌধুরী মহশয়। নিজের মায়ের
পেটের তাই, তার এইটা হিত-অহিত—

শম্ভু। থাক, তোমারে আর আমার হিত-অহিত নিয়ে মাথা ঘামাতি হবে নে।
তুমি যে আমার হিতকারী কত, তা আর জানতি বাকি নেই কারো।

শিবু। মিছে কথা বলিসনে শম্ভু, মুখ দে' রক্ত উঠবে তোর। তুই নেহাৎ
নেমকহারাম তাই। নইলে—

শম্ভু। ভাল হবে না বলতেছি দাদা! নেমকহারাম আমি, না—তুমি নিজে!
চৌধুরী। আহা শম্ভু! শিবু শত হলেও তো বড় ভাই তোমার।

শম্ভু। আজ্ঞে বড় ভাই বলেই তো এতটাকাল চুপ করি ছিলাম। নইলে
বিবেচনা করুন—বাগের এজমালি সম্পত্তির দেখা ভাল তো এতটা কাল
তুমিই করি এয়েছ—ধান বিক্রি, পাট বিক্রি, ডাব বিক্রি, ম্যাখন যা ইচ্ছে
তুমি ত্যাখন তাই করেছ। কোনদিন কি হিসেবপস্তর দেখিয়েছ, না
হাতে ধরি কোন দিন দুটো ট্যাকা আমারে দিয়েছ?

শিবু। তা বেচাকেনা না করলি এত বড় সমসারটা এতকাল চলল কি করি
বলেন তো চৌধুরী মশাই। আরে পাঠা, হিসেব বেচাইতেছিল, এতটুকু
তোর আক্কেল হলনি যে, খাওয়ার মুখ তোরই বা কটা আর আমারই
বা কটা?

শম্ভু। ঐ, মনের মখিয়া ঐ জিলিপির প্যাচ আছে বলেই তো, তোমার ট্যাকা
খাবার জন্তি সমসারে আর কেউ এলোনি তোমার।

শিবু। খবরদার বলতেছি শম্ভু, মুখ সামলে কথা বলবি। নইলে তোর জিত্ত
আমি টেনি ছিঁড়ি ফেলব।

দত্ত। আঃ! এসব কি হচ্ছে শিবু! এমন করে তোমরা যদি ঝগড়াই করবে
—তাহলে আর মিছিমিছি এই মানী লোকটাকে—

শম্ভু। ডাখেন, আপনিই ডাখেন দত্তজা, ডাখেন চৌধুরীমশাই, বলে কিনা জিত্ত
টেনি ছিঁড়ি ফেলব। ফেললিই হল ছিঁড়ি আর কি? বেশে যেন
আইন নেই, আদালত নেই।

চৌধুরী। বলি তোমরা ধামবে?

দত্ত। ধামো দেখিনি বাপু। এই যদি তোমাদের মনে ছিল, তা হলে আমাদের
আর এর মধ্যে ডাকা কেন?

চৌধুরী। তা যা বলেছ। যাক—যে কথা বলছিলাম শোন, উঠোনটা এজমালি রইল। তবে যদি ইচ্ছে করো, মাঝখান দিয়ে হ্যাঁচা বেড়া দিয়ে নিও। আর হ্যাঁ, ঐ বাঁশ বাঁড়টা আর ভাগাভাগি করলুম না। ঐ তো'কথানা বাঁশ, ও তোমাদের এজমালি সম্পত্তি হয়েই রইল।

শিবু। আজ্ঞে আমার এটুটা নিবেদন ছেল চৌধুরীমশাই।

চৌধুরী। বেশ তো বল না। দু ভায়ের সাক্ষাতেই কথাটা হয়ে যাওয়া ভাল।

দত্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলা কওয়ার যা কিছু আছে, তা পাঁচজনের মোকাবিলাতেই বলে নেওয়া উচিত।

শিবু। আজ্ঞে, আমি বলছিয যে, ঐ বাঁশ বাঁড়টা আমার একারই চাই আজ্ঞে। ঘরদোর সব পুরোনো হয়ে গেছে। চালের বাতা বাকারি বদলাতি, কি খুটোখাটা দিতি বাঁশ তো আজ্ঞে নিতাই দরকার। তা নিজের থাকতি—

শম্ভু। আহা হা। ওর ঘরের খুটো-খাটা দিতিই শুধু বাঁশ চাই—আর আমার ঘরে ঘ্যানে কলাগাছ চিরে দিলিই হবে না! না, সে হবেনি, চৌধুরী মশাই, বাঁশ বাঁড়টা আমার ভাগে না থাকলিই চলবেনি।

চৌধুরী। আহা, ঘর সংসার করতে গেলে বাঁশ বাকারির দরকার তো সকলেরই হয়। স্ততরাং ওটুকু তোমাদের এজমালিই রইল।

দত্ত। বাস, এ তো ভালো বন্দোবস্তই হল।

শিবু। কিন্তু এই নিয়ে আবার—

চৌধুরী। না, আর ঐ সামান্ত জিনিসটা নিয়ে মনে তোমাদের কোন কিছু রেখো না শিবু। শম্ভুকেও তাই বলছি। আপোষে দুজনে পৃথগ্ন হলে—যে ঘর নিজের অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে। নিজেরের মধ্যে বগড়া বাঁটি করে গায়ের লোকের মুখ হাসিও না। চল দত্তজা, এবার আমরা বাই।
[চৌধুরী মশাই ও দত্ত মশাই চলে গেলেন। এক ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে গেল।]

ভূতীয় দৃশ্য

[দৃশ্যরূপ পূর্বাহ্নযাত্রী । পর্দা উঠলে দেখা যাবে নিজের ঘরের দাওয়ায় গঙ্গামণি একটা কুলোয় করে বগী পূজার নানাবিধ অর্ঘ্য ইত্যাদি গোছগাছ করতে করতে নিজের মনে বক বক করছে]

গঙ্গা । শতরূর, শতরূর সব ! আজ বগী পূজার দিন, বাড়ী ভরে ছেলেপুলেরা সব থাকবে দাবে, ফেলবে ছড়াবে । তা লয়, আবাগীর বেটি নিজের ছেলেমেয়ে কটাকে এট্টাবার চোখের দেখাটাও দেখতি দিলনি । বলি, এতে কি তোদের ভাল হবে মনে করেছিল ? ভাল হবেনি ! আজ এই বগীর দিনে এই যে মায়ের পরাণটায় দাগা দিলি, একি তোদের ধম্মে সহাবে ? সহীবেনি । ওদিকে আবার গয়া মুখপোড়াও হয়েছে ঠিক তেমনি । অশ্রুদিন এতক্ষণে সাতবার করে এসে ঘুরে যায়, আর আজ মুখপোড়াটার সকাল থেকেই কোন পাস্তা নেই । [বিন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো]

বিন্দু । ওঃ ! ভারি উনি ধম্ম দেখাচ্ছেরে ! বলি, যাবে ক্যানে শুনি ছেলেমেয়ে-গুলো তোমাদের ঘরে ? এক মুঠো চিড়ে মুড়কির জন্তি বাচ্চা কাচ্চারা ওর ঘরে যাক—আর উনি তাই গাঁ শুদ্ধ নোককে চ্যাড়া পিটিয়ে জানিয়ে আসুন ।

গঙ্গা । মুখে তোর পোকা পড়বে ছোট বোঁ, আজ এই বগীর দিনে মুখে এখনো জলটুকু পঙ্কস্ত দিইনি—সেই মুখে তোরে বলে গেছ ।

[বাইরের দিকে প্রস্থান]

বিন্দু । ওঃ ! ভারি আমার সীতা-সাবিত্রিরি এয়েছেন রে ! উনি অভিসম্পাত দিলেন আর আমার মুখে অমনি পোকা পড়ি গেল । বগীর দিনে উনি এখনো মুখে জলটুকু দেন নি । আর আমরা যেন একেবারে মাংস পোলাও খেয়ে বসে আছি । [নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে] বলি ঘরে বসে বসে এক গামলা পাস্তা তো খুব মাগতেছ, তোমার বড় ভাজের আদিক্যেভার কথাগুলো শুনেলে ?

শম্ভু। [ঘরের মধ্যে থেকে] তা ভগবান্ কান দুটো ব্যাখন দিয়েছে, ত্যাখন ও বেড়াল কুকুরের খেয়োথেয়ি সব স্তনতে হবে বৈকি ! তা—তুই মাগী, মরতে সাত সকালেই ওর কথায় কান দিতি গেছিস ক্যানে ? এদিকে আয়, গলায় ভাত ঠেকেছে, এক ঘটি জল দে ।

বিন্দু। মিসের কথা স্তনলেও গা জ্বালা করে । শুনিয়ে উনিয়ে উনি আমারে বলবেন, আমি তার কোন জবাব দিবুনি ! আহ্লাদ আর কি !

[ঘরে গিয়ে ঢুকল]

শম্ভু। [ঘরের মধ্যে জল খেয়ে ঢেকুর তুলল] ও-উম্ ! তা হ্যাঁরে, আজ তো ষষ্ঠী, পূজোর জোগাড় যস্তর সব করেছিস ?

বিন্দু। [কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলো] এর আবার যোগাড় যস্তর করার আছে কি ? ঘরে মুড়ি আছে, চিঁড়ে আছে, খৈ আছে, পাকা কলা আছে—তারপর তোমার পাটালি গুড়ও আছে । আবার নাগবেটা কি শুনি ?

শম্ভু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই । তবে পিতি বছর তো বড়গিন্নীই সব যোগাড় যস্তর করে নেয় কিনা । তাই তোরে শুখুছি । ও, ভাল কথা, ষষ্ঠী পূজোর বায়না গড়তে কটা বাঁশের কড়ুল নাগে তো ! বাঁশ ঝাড় থেকে গে তুলি এনেছিস ?

বিন্দু। ষষ্ঠী পূজায় বাঁশের কড়ুল নাগে না ? তাইতো বলি, চ্যানট্যান তো সকাল বেলাই হয়ে গেছে । তবে আবার বড়গিন্নী ঘাটের দিকি যায় ক্যানে ? নিম্বাৎ তা হলি সে বাঁশের কড়ুল ছিঁড়তি গেছে ।

শম্ভু। [ব্যস্ত ভাবে] অ্যা, বাঁশ ঝাড়ের দিকি গেছে না কি ? দেখ্, দেখ্ তো শীগ্গীর ।

বিন্দু। ক্যানে তাতে হয়েছোটা কি ? পূজোর দিন—

শম্ভু। মুখে মুখে বড় ভক্কার করিস্ ছোট বোঁ । অতই যদি তুই বুঝবি, তাহলি আর জোয়ের ঐ মেয়ে মাহুয়ের বারো হাত কাপুড়েও কাছা জোটে নে ক্যানে ? দেখ্, দেখ্ শীগ্গীর ।

[কয়েকটা বাঁশপাতা হাতে গঙ্গামণির প্রবেশ]

বিন্দু। ওগো দেখো এসে—বড় গিন্নী তোমাদের একেবারে বাঁশঝাড় উজোড় করে বাঁশপাতা ছিঁড়ি নে এয়েছে।

[শঙ্কু এঁটো হাতে ঘর থেকে ছুটে এলো]

শঙ্কু। বলি, ও ভাল মানুষের বেটি! বাঁশপাতা তো তুলি আনলে দেখতেছি। কিন্তু একি তোমার বাপের বাঁশঝাড় পেয়েছ? ফ্যালো, ফ্যালো বলতেছি [খাবা মেয়ে ফেলে দিল] ফের যদি কোন দিন বাঁশঝাড়ের দিকি মাড়িয়েছ, তোমার ঠাং ধরে ফেড়ে ফেলব বলতেছি—নইলে আমি বেন্দাবন সামন্তের ছেলে শঙ্কু সামন্ত লই।

গঙ্গা। আজ এই বগীর দিনটাতে, পূজো দেব বলে দুটো বাঁশের কড়ুল ছিঁড়েছি—তাই তুমি এঁটো হাতে আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে ঠাকুরপো? তুমি এটুটু ভাবনা করেও দেখলে নে যে, কাদের কল্যাণের জন্তি এই সমস্ত ব্রত উপোস করি। ঠিক আছে, যাচ্ছি তোমার দাদার কাছে।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

বিন্দু। এ কাজটা কিন্তু তোমার ভাল হ'ল নি বাপু। শত হলও বড় ভাল, তার উপর এই বগী পূজোর দিনটাতে—

শঙ্কু। মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে তো ছোট বো—এবার পিটুনি খাবি। বেলা হয়ে গেল, হাতে এটুটু জল দে—নাঙলটা নে এবার মাঠে যাই। [ঘটির জলে হাত ধুয়ে শঙ্কু লাঙল নিয়ে বেরিয়ে গেল, বিন্দুও গিয়ে তার ঘরে ঢুকল। একটু পরে রক্ত মূর্তিতে শিবুর প্রবেশ—পিছনে গঙ্গামণি]

শিবু। কই, কোথায় সেই গুয়ের বেটা—আজ একেবারে রক্ত গঙ্গা করি ছাড়ব—ঐ আটকুড়োর বেটাকে আজ হেনো দে টুকরো টুকরো করি কাটব। এত বড় আশ্চর্য, কই আর, বাপের বেটা হস্ তো বেরিয়ে আর। শালা জেজের জেজের।

গঙ্গা। যে বীরপুরুষ তোমার ভাই, সে কি আর তোমার গোবেড়েন খাবার
অগ্নি ঘরে বসি আছে? কিন্তু এই আমি তোমাকে বলি দিহু, এর কি
বিহিত করবে তা ক'র। নইলে আমি আজই বাপের বাড়ী চলি যাবো।
শিবু। তুই বড় কথা বাড়াস বড় বো। আমি কি বিহিত করব না বলতেছি।
যাচ্ছি একবার জমিদারের কাছারীতে—চৌধুরী মশাই এর বিহিত করেন
তো ভাল, নইলে সটান যদি সদরে চলে গিয়ে এক নম্বর না ঠুকে দিয়েছি
তা'হলি আমি বেন্দাবন সামন্তের ছেলেই লই।

[কোমরের গামছাটা খুলে দড়ির উপর থেকে ফতুয়াটা টেনে নিয়ে
গায়ে দিতে দিতে চলে গেল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

[দৃশ্যপট পূর্বানুযায়ী। ঘর সংসারের কাজ সারতে সারতে গঙ্গামণি
আপন মনে বকবক করছে।]

গঙ্গা। সোনা লয়, রূপো লয়—তুচ্ছ ছোটো বাঁশপাতা, ঔ্যা! তাই কিনা, বড়
ভাজের হাত থেকে তুই কেড়ে নিলি? এটটা ঘেম্মাপিস্তিও কি নেই?
বাঁটা মায় অমন রাগী মুখে ব্যাটা ছেলের মুখে! ছিঃ ছিঃ! আর
আমাদের এ ঘরের মিস্টোকেও বলিহারি। আমি মেয়ে ছেলে, আমি
না হয়, কেঁদে গিয়ে পড়েছি মাঠে—তা বলে তুমি এতটা তুলকালাম
করবে? নাঃ, পেরায় দেড় পহর বেলা হতি চলল। যে রাগী মাহুয,
হয়তো সোজা সেই সদরেই চলি গেল। বেশ হয়েছে, এবার বুঝবেখন
ছোট কত্তা এর ফলটা।

[গঙ্গামামের প্রবেশ]

গঙ্গামাম। ভাত দে জ্যেঠাইমা [মাটিতে পা ঠুকে] ভাত দিবি, না দিবিনে
তাই বল?

গঙ্গা। তোমর জন্তি কি ভাত রেঁধি বসে আছি নাকি! ক্যানে, তোমর লগ্না
আবাগী কোথায়?

গয়া। সে আবাগীর কথা আমি জানিনে। তুই দিবি কিনা তাই বল? না,
দিবি তো তোমর সব হাঁড়ি কুড়ি আমি—

[উঠোন থেকে একটা চ্যালা কাঠ নিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হতে
গঙ্গামণি টেচিয়ে উঠল]

গঙ্গা। গয়া, হারামজাদা দস্তি, দুদিন হয়নি আমি নতুন হাঁড়ি-কুড়ি কৈড়েছি।
এটুটা কিছু ভাঙ্গলে—

গয়া। আচ্ছা, ভাত না দিস্ না দিবি। নদীর ধারে বামুনদের মেয়েরা সব
চিঁড়ে, মুড়কি নে পুজো করতেছে। আমি চনহু তেনাদের কাছে।

গঙ্গা। তাই বা না, ক্যামনে খেতে পাস দেখি?

গয়া। দেখিস্ ত্যাখন—

[বারান্দার আড়া থেকে গামছা তুলে নিয়ে কোমরে বেঁধে যেতে
উজত হল। গঙ্গামণি বলল]

গঙ্গা। আজ বধীর দিনে পরের চেয়ে খেলে তোমর কি দুগুণতি করি, তা দেখিস
হতভাগা।

[গয়ারাম ঘরে ঢুকে হাতে তেল ঢেলে, মাথায় ঘসতে ঘসতে
বেয়িয়ে এলো]

গঙ্গা। দস্তি কোথাকার। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে গোয়ার্তুঁমি! ডুব দে এখনি
কিয়ের আসবি, তা বলে দিচ্ছি, আজ আমি বড্ড রেগে রইয়েছি।

[গয়ারাম দাঁত বাঁধ করে ভেঙেচিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে বাঁবার
উপক্রম করল। গঙ্গামণি পেছন পেছন ছুটে গেল]

আজ বধীর দিনে কার ছেলে ভাত খায়রে? পাটালিগুড়ের সন্দেশ দে,
চাপা কলা দে, দুধ-দই দে কলার করা চলেনে তোমায়?

গয়া। তবে তুই দিলিসি ক্যানে পোড়ারমুখী?

গঙ্গা। শোন কথা ছেলের। কোথায় চ্যান, কোথায় কি? দস্তির মত ঢুকেই বলে, দে ভাত। ভাত কি আজ খেতি আছে?

গয়া। ফলার তোর পচুক। রোজ রোজ আবাসীরা বগড়া করবে, আর রোজ আমি তিন পোর বেলায় ভাতে ভাত খাবো? না, আমি তোদের কারুর কাছে খেতি চাই নে—

[চলে যেতে উদ্ভত হলে গঙ্গামণি কঁাদ কঁাদ হয়ে বলল]

গঙ্গা। আজ ষষ্ঠীর দিনে কারো কাছে চেইয়ে খেইয়ে অমঙ্গল করিস নে গয়া। নন্দী বাপ আমার—না হয় চারটে পয়সা দেবোরে, শোন—

গয়া। চাইনে আমি ফলার, চাইনে আমি পয়সা, তোর ফলারে আমি ইয়ে করি।

[গ্রন্থান]

গঙ্গা। কথায় বলেনে, পর কখনো আপন হয় না। হবে কি কইরে? বলি, বাপটাই যার মাছুষ লয়—

ফেলারাম। [নেপথ্যে লাড়া দিয়ে উঠোনের মধ্যে এসে দাঁড়াল] কৈ গো, বড় গিন্নী, কোথায়? এই যে—তা একা একা কার সঙ্গে কথা কইতেছ গো?

গঙ্গা। কইতেছি আমার কপালের সঙ্গে।

ফেলা। ভাল, ভাল—বুঝলে বড় গিন্নী, নিজের কপালের সঙ্গে কথা বলা ভাল। তা তারও তো এটুটা কারণ চাই গো। বলি হল টা কি?

গঙ্গা। হবে আবার কি? বলতেছি আমাদের গয়ায়াদের কথা। এত করে বলছ—ওরে চট করে চ্যান করি ফলারটা খেইয়ে যা—তা' শুনে আমার কথা। আর আমাদের ঐ ছোটগিন্নীটিও হইয়েছে ঠিক সেই রকম।

বলি, পেটে না হয় নাই ধরেছিল—তবু তো তোয়ই ছেলে না কি?

ফেলা। তা ছেলে তো বটেই, তবে কি জানো, সতীন পুংতো—

গঙ্গা। অ্যা-অ্যাই! সতীন পুংতুর বলেই এতটা বেলা হইয়ে গেল, ছেলেটারে

ফলারটুকুও দিতে পারলিনি। উদিকে আবার সংমা বললি ছোট-
কত্তার কত পোড়ানি! বলবই তো—একশোবার বলব।

ফেলা। তা তুমি সারা দুপুর জুড়ে তারে বকাবকি কোরোখন—এখন আমার
পাক্বুনিটুকু দে দাও দেখি।

গঙ্গা। পাক্বুনি নেবে তো'মেই সে বেলা এসো। তাখতেছ ঘরের ছেলেটা
এখনো খায়নি।

ফেলা। আরে না খেয়ি সে আর যাবে কোথা? তাই বলে—আমি চৌকিয়ার
মানুষ, আমি কি আর পাঁচবার করি আসতি পারি?

গঙ্গা। [আঁচলের গিঁট খুলে] এই তোমার পাক্বুনির পয়সা নে যাও। তোমার
ছেলেটারে বরং ওবেলা পাঠিয়ে দিও—চিঁড়ে মুড়ি যা দেবার দে দেব।

[ফেলারামের প্রস্থান]

গঙ্গা। মরুক গে। কে খেলে আর না খেলে আমার বয়েই গিয়েছে। আমি
আর চোখ তুলি কারুর দিকে দেখতি যাবনি। [নিজের ঘরে গিয়ে
চুকল। একটু পরে আন করে গয়্যারামের প্রবেশ]

গয়্য। ফলারের সব শীগ্‌গীর নে আর জ্যাঠাইমা। বড্ড ক্লিদে পেইয়েছে।
কিন্তু পাটালি সন্দেহ কম দিবি তো আজ তোকে শুদ্ধু খেইয়ে ফেলব।

গঙ্গা। [ঘর থেকে] তুই ত্যাভক্ষণ মাখাটা আঁচড়া, আমি সব নে
আসতেছি।

গয়্য। শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর আয়। [চুল আঁচড়ে নিজেই একটা আলন পেতে
বাটিতে জল গড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে বসল।]

[গঙ্গামণি এসে চুকল]

গঙ্গা।* ও মা! নিজেই একেবারে ঠাই কইরে জলটল গড়িয়ে নে বসেছিল।

৯ এই তো আমার নন্দী ছেলে। তা তুই এঁইটুখানি বস—আমি এঁদুনি
আনতেছি।

গয়্য। বড্ড ক্লিদে পেইয়েছে আমার। দেরী করিস নে।

গঙ্গা। না, না, ঘরে ঢুকব আর বেরোব। [ঘরে ঢুকে একটা খালান্ন করে মুড়ি-মুড়কি-চিড়ে আর এক বাটি দুধ নিয়ে বেরোল]

গয়া। চাপা কলা কই ?

গঙ্গা। ঢাকা দ্বিতি মনে নেই বাবা, সব কটা কলা ইতুরে খেইয়ে গিয়েছে। এবারে এটটা বেড়াল না পুষলে আর চলবে নি দেখতেছি।

গয়া। [হেসে] কলা কখনো ইতুরে খায় ? তোয় ছিল না, তাই ক্যানে বলনা ?

গঙ্গা। সে কি কথারে ? কলা ইতুরে খায় না ?

গয়া। [দুধ চিড়ে মাখতে মাখতে] আচ্ছা খায় তো খায়, কলা আমার দরকার নেই। পাটালি গুড়ের সন্দেশ নে আয়।

গঙ্গা। আচ্ছা, আচ্ছা, তুই খেতি থাক্, আমি আনতেছি। [ঘরে ঢুকে একটুখানি খুটখাট করে বলল] ঐ যাঃ—এও ইতুরে খেইয়ে গিয়েছে বাবা, কখন মন ভুলান্তে—[বাইরে এসে] সত্যি বলতেছি গয়া—

গয়া। তবু বলছ, সত্যি বলতেছি—যা, আমি তোয় কিছু খেতি চাইনে। [পা দিয়ে লাথি মেয়ে লব ফেলে ছড়িয়ে দিল] আচ্ছা, আমিও দেখাচ্ছি মজাটা—[উঠোন থেকে একটা চ্যালা কাঠ তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। পিছন পিছন গঙ্গামণি হাঁ—হাঁ—করিস কি, করিস কি বলতে বলতে গিয়ে ঢুকল। ভেতর থেকে ভান্ডাচোরার শব্দ শোনা যাবে]

গঙ্গা। [মেনথো] উঃ। তুই আমাকে মারলি হারামজাদা ?

[ঝালক পাঁচুকে নিয়ে শিবুকে প্রবেশ করতে দেখে গয়ায়াম
বাইয়ের দিকে দৌড় দিল]

শিবু। বলি ব্যাপারটা কি ? গয়া হারামজাদা অমন কইরে ছুট মারল ক্যানে ?

গঙ্গা। [কঁদে উঠল] গয়া আমাদের সর্বস্ব ভেঙ্গে দে আমার হাতে একটা লাঠি কবিরে পালিয়ে গ্যালো। এই ভাখ, ক্যামন ফুইলে উঠেছে।

শিবু। দেখলে, দেখলে পাঁচু, হোঁড়ার আন্দাটা।

পাঁচু। আমি তো অনেক আগেই দেখেছি—এবার তুমি জাখো। তবে কিনা, এ তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, আর আমি হুহু কুটুম মাহুষ।

শিবু। ঐ তো তোমার দোষ পাঁচু। বড্ড বাজে বকো তুমি। আরে বিপদে আপদে মাহুষ তো আত্মীয়-কুটুমের সান্নাতেই সলা-পরামর্শ নেয় না কি? এই ধর না, জমিদার বাড়ী যাবার সময় তোমাকে সঙ্গে নে গেলাম ক্যানে? না—তুমি নেথা-পড়া জানা নোক, কোট-কাছারীর ঘাত-ঘোত সব তোমার জানা—

পাঁচু। তা—বুঝলে সামন্ত মশাই, তোমার বাপ-মার আশীর্বাদে পাঁচু নস্বরকে অনেক নোকেই ডাকে। আর ধর, নেথাপড়া শেখাই বা ক্যানে? না—যদি পাঁচজনের উব্গারে নাগে। তা আমি বলছিলাম কি জানো সামন্ত মশাই,—গয়্যারাম আমাদের দুট্ট বজ্জাত ঠিকই। কিন্তু কি বলে, ওর জ্যাঠাইমার স্নায় হাত তোলার সাহসই ওর হবে না—যদি না ওর পেছনে নোক থাকে। না, কি বল দিদি?

গল। তা নয় তো কি? 'এই এতটুকু বেলা খেঁকি আমি তারে কোলেপিঠি কইরে মাহুষ করিছি—আমি তারে চিনিনে! এ নিষ্যাৎ ওর সৎমা আবাসীর কাজ।

পাঁচু। ঐ তো, ঐ তো তুল করলে দিদি। তোমাদের দোষ কি জান, তোমরা শুধু কাছের টুকুই জাখো। কিন্তু আড়ালে খেঁকি যে কলকাঠি নাড়ে—

শিবু। হেঁয়ালি যেখে এট্টু খুলে বল তো পাঁচু। আমি তো এর কিছুই বুঝতি পারতেছি নে।

পাঁচু। এই সোজা জিনিসটা বুঝতি পারলে না সামন্ত মশাই?

শিবু। না।

পাঁচু। সে তুমি বুঝতি পারবেও নে। আমি বলি কি, এর যদি ঐ ছোট সামন্তের কারলাজি আছে। সেই নিজের ছেলেকে উল্কে দে—না, কি বল দিদি?

গঙ্গা। ঠিক বলেছিস। ঐ ছোটকত্তাই তারে শিথিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছে।
নইলে ও ছোড়ার এতদূর সাহস হয়? তোমরা এর কি বিহিত করবে
কর—নয়তো আমি গলায় দড়ি দে মরব।

শিবু। আজ ষষ্ঠীর দিনে—নিজে এমন কইরে একবার হেনস্তা কইরে গেলি—
তারপর আবার ছেলেকে পাঠালি তার গায়ে হাত তুলতি। দাঁড়াও,
এর ব্যবস্থা এখনি করতেছি। চলতো পাঁচু, একবার থানায় যাই।
চৌধুরী মশাই ব্যাখন এর বিহিত কিছু করবেনই না—ব্যাখন চল থানা-
পুলিশই করি। বাপ-ব্যাটার হাতে আজ যদি হাতকড়ি পরাতি না পারি,
তাহলি আমি বেন্দাবন সামন্তের ছেলেই লই।

পাঁচু। আইন মতে, বুঝলে সামন্ত-মশাই, আইন মতে এর নাম অনধিকার
প্রবেশ। লাঠি নিয়ে বাড়ী চড়াও হওয়া, জিনিসপত্র তাল্লা, মেয়েমানুষের
গায়ে হাত তোলা—এর সাজা হল ছ' মাস জেল। “তুমি এবার কোমর
বেঁধে দাঁড়াও দেখি সামন্ত মশাই, আমি ক্যামন না, বাপ-ব্যাটারে
জেলের ঘানি ঘুরাই। [উভয়ের প্রস্থান]

গঙ্গা। এইবার ছোটকত্তা টের পাবে মজাটা। আমাদের পাঁচু ব্যাখন এর যদি
নাক গলিয়েছে, তখন বাপ-ব্যাটাকে নিষ্যাৎ জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বে।
যাই খবরটা একবার শুনিয়ে দে আসি। [চালা কাঠটা হাতে করে
এদের তরফে গিয়ে দাঁড়াল] ক্যামন গো ছোট কত্তা, ছেলেরে দে আমারে
আর মার খাওয়াবে? এখন যাও, বাপ-ব্যাটার একসঙ্গে ফাটক খাটগে।

[শব্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো]

শব্দ। কি, কি হইয়েছে বোঁঠান? আমি তো কিছুই জানিনে।

গঙ্গা। আমার কাছে স্তাকা সাজলে কি হবে? এখনি দায়োগা আসতেছে,
তার কাছেরে গিয়ে জবাব দিও—কিছু জান কিনা?

[বিস্মু বেরিয়ে এসে দায়োগার খুঁটি ধরে দাঁড়ান,
শব্দ গঙ্গামণির হাত ধরে বলল]

শঙ্কু । মাইরি বলতেছি, বড় বোঁঠান, কি চটয়েছে, কি বেস্তান্ত কিছুই আমরা জানিনে । বলি হইয়েছেটা কি ?

গঙ্গা । তোমরা তাহলি কিছুই জাননে বলতেছ ?

শঙ্কু । সত্যি বলতেছি, মা কালীর দিব্যি ! আমি কিছুই জানিনে ।

গঙ্গা । তা য্যাখন মা কালীর দিব্যি কাটতেছ,—আচ্ছা, তুমিই বল তো ঠাকুরপো, ছুধ-চিঁড়ে-মুড়কি-মুড়ি দে ফেলার করা হয় নে ? আদর কইরে তাই তারে দিতে গেল, তো বাবুর মন উঠলনি । পাটালি গুড়ের সন্দেশ দ্বিতি পারিনি বলে, আমার নতুন কাঁড়া হাঁড়ি-কুড়িগুলোকে তো ভাঙ্গলই, তার উপর আমার হাতেও এক যা—

বিন্দু । ক্যামন, যা বলেছিস তাই হ'ল কি না ? কতদিন বলি, ওগো, দস্তি ছোঁড়াটারে আর ঘরে ঢুকতি দিয়োনি, তোমার ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে না হক মেইরে মেইরে খুন করি ফেলবে । তা বাবুর গ্রাহিই হয় না । আ-হা-হা, দ্বিতির হাতের ড্যানাটা ক্যামন জ্যাখ্ না জ্যাখ্ ফুলে উঠেছে গো !

শঙ্কু । আমার দিব্যি বড় বোঁঠান—সত্যি কথা বল দিনি—দাদা কি সত্যি সত্যি খানায় গিয়েছে ?

গঙ্গা । ওমা, মিছে কথা বলব ক্যানে গো । তোমার দিব্যি ঠাকুরপো, মাছুষটা সত্যিই খানায় গিয়েছে । সঙ্গে আবার আমাদের পাঁচুও গিয়েছে ।

শঙ্কু । ও বাবা, আবার পাঁচু বেয়াইও এইসে জুটেছে এর মদি ! তোমার ভাই, তাই বললি হয়তো তুমি আবার রাগ করবে, কিন্তু পেটে ওর যাত প্যাচাল বুদ্ধি—

গঙ্গা । তা বুজি আমি জানিনে ঠাকুরপো, আমাদের পাঁচুই তো তোমার দাদাকে খানায় নে গেল ।

বিন্দু । নিত্যি বলি দ্বিদি, কোথায় কেন নদীর পোল হতেছে, সেখান ছোঁড়াটারে নে গে কাজে নাগিয়ে দাও । তা-না—ইহলে দ্বিগেছি, গদ্যক । ছেলে যেন ওর উকিল মোস্তাফ হবে !

শজু। আরে সাদে দিই নি সেখানে! সবাই কি ঘরে কিরতে পায়—অদ্দেক নোক মাটিতে চাপা পইড়ে কোথায় যে তলিয়ে যায়—তার তাল্লাসই মেলে না।

গঙ্গা। দুগ্গা, দুগ্গা!

বিন্দু। তবে যাও, বাপ-বেটায় মিলে ফাটক খাটগে, যাও।

শজু। আমি কালই গিয়ে পাঁচলার পোলে ছোঁড়াটারে নে গে কাজে নাগিয়ে দেব বোঁঠান। তুমি এখন যে করে পারো, দাদারে ঠাণ্ডা করো। এমন কাণ্ড আর কখনো হবে নি।

বিন্দু। আর, তা ছাড়া, ঝগড়াঝাটি যা কিছু, সবই তো ঐ ড্যাকরাটার জন্তি। তোমাদেরও কতবার বলেছি দিদি, ওকে অতো আন্ধারা দিওনি।

শজু। এই আমার মরা মায়ের দিব্যি বোঁঠান, তুমি নিশ্চিন্তি হইয়ে ঘরে যাও। যে কইরে হোক, কাল ছোঁড়াটারে গাঁ ছাড়া কইরে তবে আমি জল গ্রহণ করব।

[গঙ্গামনি নিজের ঘরের দিকে ফিরল, শজু অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল—ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[খানা—ঘরের কোণে যেঁবে একটি টেবিল, দুপাশে দুটি চেয়ার ও একটি বেঞ্চ। টেবিলের উপর ডায়েরীবই ও অন্যান্য খাতাপত্র। একদিকে একটি জলের সরাই। দুজন কনেটবলকে দেখা যাচ্ছে। দায়োগাবাবু চেয়ারে বসে। চৌকিদার ফেলারার হাতজোড় করে সামনে দাঁড়িয়ে]

ফেলারার। আজ্ঞে, আমার কি দোষ বলেন'তো বড়বাবু। আমার হইয়েছে যাকে বলে শীখের করাতির অবস্থা। উদিকে গেলে আপনি ভাঁটান, আর উদিকে এলে চৌধুরী বশাই দাবডানি হেন।

দারোগা। কেন? চৌধুরী মশায়ের দাবড়ানি মেবার হক্টা কি? তুই কি চৌধুরী মশাইয়ের ভুঁইয়ালী?

ফেলা। আজ্ঞে, আমিও তো তাই বলি বড়বাবু। কিন্তু চৌধুরী মশাই হুমকে উঠে বলেন—ব্যাটা, মাস গেলে এই যে দশটা কইরে ট্যাকা মাইনে পাস, সেটা তোরে দ্যায় কে, ঐ থানার দারোগা, না আমি—এই রিউনিয়ান বোডের পেসিডেন?

দারোগা। তা তোর প্রেসিডেন্ট কি তার নিজের ঘর থেকে টাকা দেয় তোকে? তার অল্প চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়, না লোকে?

ফেলা। আজ্ঞে দেয় তো।

দারোগা। তবে? এই আমি তোকে বলে দিচ্ছি ফেলারাম, সরকারী কর্মচারী তুই, ও সব প্রেসিডেন্ট-ট্রেসিডেন্ট আমি কিছু সুনতে চাই নে। বলি, গাঁয়ে ঘরে কিছু একটা হলে, কেস লেখাতে কোথায় আসতে হয় তোকে—এই থানায়, না ঐ প্রেসিডেন্টের বাড়ী?

ফেলা। আজ্ঞে অগ্নস্তর।

দারোগা। অগ্নস্তর! অগ্নস্তর মানে?

ফেলা। আজ্ঞে স্বতস্তর।

দারোগা। পাগলের মতো কি সব বকছিল যে বেটাচ্ছেলে। একবার বলছিল অগ্নস্তর, আবার বলছিল স্বতস্তর, মানে কিরে এ সব?

ফেলা। আজ্ঞে সেই কথাই তো বলতেছি আপনাকে। মুনিব তো মনে করেন, আপনারা কতয়েই। হুতবাং কতয়ের ঠেয়েই—

দারোগা। তা সাবাদিন ধরে তুই তোর প্রেসিডেন্টাবুর শ্রীচরণ ধরে পড়ে থাক না গিয়ে, শুধু হাটের দিন ছুটোতে কথা করে হাটের তোলাটা বাবা তুলে দিয়ে বাল—বুঝেছিল।

ফেলা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। আজ্ঞে হ্যাঁ নয়, মনে থাকে কেন। নইলে তোর ঐ চৌকিদারী:

আমি ভয়ের মত ঘুঁচিয়ে দেব বুকেছিল। এখন একবার কোয়ার্টারে যা দিকিনি—গিন্নী কেন যেন তোর খোঁজ করছিল।

[ফেলারাম চলে গেল]

[দত্ত মশাই এসে ঢুকলেন]

দারোগা। আরে আত্মন আত্মন দত্ত মশাই। তা হঠাৎ কি মনে করে ?

দত্ত। দরকার না পড়লে কি আর তিন মাইল পথ ঠেঙ্গিয়ে আপনার থানায় আসি মশাই।

দারোগা। তাতো বটেই, তা বলুন কি করতে পারি আমি ?

দত্ত। একটন নালিশ নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।

দারোগা। নালিশ ? কিসের নালিশ দত্ত মশাই ?

দত্ত। পাড়ার ডানপিটে ছোড়াগুলোর জ্বালায় আর টিকতে পারছি না দারোগাবাবু।

দারোগা। কি রকম ?

দত্ত। হ্যাঁ, এই দেখুন না। বাড়ীর লাগোয়া একটা কলমের আম বাগান করেছি। তা আপনার বিধে দুয়েক হবে। কিন্তু পাড়ার ছোড়াগুলো মশাই, গাছে আর একটাও আম থাকতে দিচ্ছে না। আপনি যদি ডাকিয়ে ওদের একটু কড়কে দেন, তাহলে—

দারোগা। খুবই উপকার হয় কেমন ? কিন্তু একটা ডায়েরী অন্ততঃ যদি না করান, তাহলে আমাদের পক্ষে—

দত্ত। ডায়েরী করলে তো মশাই, মানে বুঝতেই তো পারছেন, পাড়ারই ছেলে সব।

দারোগা। ঐ তো আপনারদের ঘোষ দত্ত মশাই, বিপদে পড়লেই আপনারা থানায় আসবেন, অথচ—তা দাগী-টাগী কারো উপর সন্দেহ হয় ? তা হলে তাই বলুন না—একদিন থানায় এনে বেধড়ক পিটিয়ে দিচ্ছি।

দত্ত। না, না, মশাই, তা করতে আসেন না। এ হচ্ছে জেব্ পাড়ার

ছেলেগুলোর বজ্জাতি। দাগী টাগীগুলোকে নিয়ে টানাটানি করলে শেষ
কালে রাস্তির বেলায় সিধ-টিধ কেটে—

দারোগা। বেশ, তাহলে অন্ততঃ পাডার কয়েকটা ছুট্ট, বজ্জাত ছেলেরই নাম
টাম দিয়ে যান।

দস্ত। সকলেই ভদ্রলোকের ছেলে মশাই, অথচ—। আচ্ছা আমি বরং বেশ
ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর—

[পাঁচুকে নিয়ে শিবুর প্রবেশ।]

শিবু। নমস্কার বড়বাবু। দস্তজ্ঞা নমস্কার।

দস্ত। আরে শিবু যে, থানায় কেন? এটি কে?—চিনলুম না তো?

শিবু। এটি আজ্ঞে আমার ছোট মমলদী। এটুটা বিচারের জন্তি আপনার
কাছে এল বড়বাবু।

দারোগা। বিচার? কিসের বিচার হে?

শিবু। আজ্ঞে আমার ভাইপো গয়্যারাম আমার পরিবারেরে আজ্ঞে মেইরে
একেবারে আধ্মরা করি ছেইড়েছে।

দস্ত। সে কি কথা শিবু। গয়্যারাম—তার জ্যাঠাইমাকে মেরেছে?

শিবু। আজ্ঞে হ্যাঁ, চ্যালাকাঠের বাড়ি মেইরে তার হাতের ড্যানাটা একেবারে
ফুলিয়ে দিয়েছে।*

পাঁচু। তা ছাড়া, পিঠে, বৃকে, কোমরেও বেশ কয়েক দা পইড়েছে—বড়বাবু।

দারোগা। হঁ, তা সেই ছেলেটি—মানে তোমার ভাইপোর বয়েস কত?

শিবু। বয়েস? তা, বছর আঠারো হবে, কি বল পাঁচু?

পাঁচু। হ্যাঁ, তা হবে। তবে শুধু সে-ই তো নয় বড়বাবু, পিছনে তার বাপও
আছে। সে-ই উস্কানি দিয়ে—

দস্ত। এ সব তোমাদের খরোয়া কেছা শিবু। এই নিয়ে তুমি থানা, পুলিশ
করতে এসেছ?

দারোগা। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ চলছে বুঝি দস্তমশাই?

দত্ত। হ্যাঁ, আর বলেন কেন? এতদিন তো তবু একায়েই ছিল। এই তো
মাত্র কদিন আগে—

দারোগা। হুঁ, তা নাম কি হে তোমার?

শিবু। আজ্ঞে, শিবু—শিবু সামন্ত।

দারোগা। তা, হ্যাঁ হে শিবু—সাকী-সাবুদ কেউ আছে এ ঘটনার?

পাঁচু। আজ্ঞে, সাকী-সাবুদ রেইথে কি আর সে তার জ্যাঠাইমারে মেইরে
গিয়েছে?

দারোগা। কিন্তু, সাকী-সাবুদ না থাকলে—

পাঁচু। বড়বাবু যদি নিজে একবার দয়া করি যান, তাহলি স্বচক্ষে সব দেখেও
আসতি পারবেন, শুনেও আসতি পারবেন।

দারোগা। স্বচক্ষে না হয় দেখেই এলাম সব, স্বচক্ষে কেমন করে শুনব বাপু?

পাঁচু। আজ্ঞে, স্বচক্ষে দেখবেন, আর স্বকর্ণে সব শুনবেন।

দারোগা। ও, তাহলে বলছ স্বচক্ষে দেখব, আর স্বকর্ণে সব শুনব।

পাঁচু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। বেশ, কিন্তু—

দত্ত। আরি তাহলে এখন চলি দারোগাবাবু।

দারোগা। চললেন? বসবেন না একটু।

দত্ত। না, আর বসব না। আবারও তো—মনে করুন, সেই তিন মাইল পথ
ঠেঁকিয়ে বাড়ী কিয়তে হবে। আজকের মতন উঠি। [দত্তর প্রস্থান]

দারোগা। আচ্ছা, আচ্ছা—তা—হ্যাঁ হে, কি নাম যেন বললে তোমার—

শিবু। আজ্ঞে, শিবু।

দারোগা। হ্যাঁ, শিবু। তা জাখো শিবু, সবুজমিন তবু করতে গেলে, পাকী
তাড়াটাড়া—এ সব তো অনেক খরচ পড়ে যাবে হে।

শিবু। আজ্ঞে খরচা যা নাগবে, তা সবই আমি দেব বড়বাবু। শুধু আপনি
জাখবেন, তারা বপি-ব্যাটীয়ে ঘান কাটকে যায়। না, কি বল পাঁচু?

পাঁচু। তা, বৈকি। খরচের কথা যদি বললেন হুজুর, যে বিয়ের যে মন্তর।

খরচা-পত্তর না করলে কি আর ফৌজদারী মামলা টেকে?

দারোগা। এই ব্যয়েসেই থানা-পুলিশ-আদালত সম্পর্কে খুব তো এলেমদার হয়ে

উঠেছে হে ছোকরা। বলি করো কি তুমি?

শিবু। আজ্ঞে, এলেমদার তো হবেই হুজুর। পাঁচু তো আর কি বলে আমাদের

মত মুখা চাষী নয়—ও হল আপনার কি বলে ছাত্তবিস্তি পাশ।

দারোগা। আচ্ছা! ছাত্তবিস্তি পাশ? তা হলে তো তুমি খুব উচ্চশিক্ষিত হে।

পাঁচু। আজ্ঞে, আপনার ছিচরণের আশীর্ব্বাদে পাঁচুকে সকলে তাই মানে গণেও

বেশ।

দারোগা। ভাল, ভাল, তাহলে ঐ কথাই হ'ল শিবু। খরচার টাকা পরস

দিয়ে তুমি তাহলে কেস লিখিয়ে যাও। কাল সকালেই আমি তোমার

বাড়ীতে যাব।

[শিবু পাঁচুর দিকে তাকাল, পাঁচু ইঙ্গিত করলে সে ট্যাক থেকে টাকার
গেঁজে বার করল—ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দৃশ্যপট ১ম দৃশ্যের অঙ্করূপ। গঙ্গামণি দাওয়ার বসে রান্নাবান্না করছে
গান গাইতে গাইতে বৈরাগীর প্রবেশ]

গান

তোর পায়ে ধরি গো নন্দরাগী,

গোপালকে মা মারিস নে।

তোর বুক-জোড়া ধন ব্রজের রাখাল,

তারে তুই মা ছাড়িস নে।

গোপাল যে তোর অবোধ বড়;

কাপছে ভয়ে বরোখর,

তারে কোলে তুলে নে যশোদে,

তার মুখের অন্ন কাড়িস নে ॥

বৈরাগী। ছুটো ভিক্ষে পাই মা, ভগবান্ তোমাদের ভাল করবেন।

[গঙ্গামণি ভিক্ষে দিলে বৈরাগী চলে গেল। একটু পরে চুপিচুপি গয়ারাম এসে ঢুকল। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে একেবারে গঙ্গামণির পিছনে গিয়ে ডাকল—]

গয়া। জ্যাঠাইমা—আচ্ছা, তোর যা আছে তাই দে। আমার বড্ড খিদে পেইয়েছে।

গঙ্গা। বেহায়া, পোড়ার মুখো। আবার আমার কাছে এসেছিস? দূর হ, দূর হ এখন থেকে।

গয়া। ইঃ, দূর হবো। তোর কথায় দূর হবো?

গঙ্গা। হারামজাদা নচ্ছার। আমি আবার তোকে খেতি দেবো?

গয়া। তুই দিবিবিতো কে দেবে? আমার কি মা আছে?

গঙ্গা। মা থাকবে কি করি? মাকে তো জন্মেই খেইয়েছিল। এখন আমাকে খু—খেইয়ে শাস্তি পা। মুখপোড়ার এত বড় সাহস—

গয়া। ক্যানে তুই ইহুকের দোষ দিয়ে মিছে কথা বললি? নইলে তো আমার রাগ হয় না। দে না খেতে শীগ্গীর রান্নাসী। আমার পেট বে জলে গেল।

গঙ্গা। ওঃ, পেট জইলে গেল। পেট জইলে গেল তো তোর সৎমার কাছে যা না। এখানে মরতি এসেছিল ক্যানে?

গয়া। সে আবাসীর নাকি আবার আমি মুখ দেখব? শুধু ঘরে আমার ছিপগাছাটা আনতি গেছি—তো বলে কিনা, দূর হ—দূর হ! এইবার জেলের ভাত খেগে যা। ২

গঙ্গা। তা তোর কপালে সেই জেলের ভাতই আছে। আমার গারে তুই হাত তুলিস? এত বড় তোর আশ্চর্য।

গয়া। বারে, তুই রাগের সময় আমার আটকাতে গেলি ক্যানে ?

গঙ্গা। তাই বলে তুই আমারে মারবি। এখন যা না, ফাটকে বাঁধা থাকগে।

গয়া। ইল্লি আর কি ? তুই নাকি আমারে ফাটকে দিবি ? তা হেনা, দিলে একবার মজা দেখ না। নিজেই কেঁইদে কেঁইদে মইয়ে-ষাবি।

গঙ্গা। কাদতি আমার বয়ে গিয়েছে। যা আমার স্বমুখ থেকে বলতেছি। শত্রুর, বালাই কোথাকার।

গয়া। তুই আগে খেতে দে না, সেই সাত সকালে কখন ছুটো মুড়ি চিবিয়েছি।

[পাচু ও শিবুর প্রবেশ]

শিবু। হারামজাদা—পাজৌ, আবার তুই আমার বাড়ীতে ঢুকেছিস। বেবো, বেবো বলতেছি। পাচু, ধবু তো শূয়োরটাকে—

গয়া। পেঁচো শালার একটা ঠ্যাং যদি না ভেঙেছি তো— [ছুটে পালাল]

পাচু। শুনলে, শুনলে সামস্ত মশাই।

শিবু। তোর দিদির আঙ্গারাতেই তো এতটা বাড় বেইড়েছে। এই আমি তোরে বলে দিচ্ছি বড় বোঁ, আর যদি কখনো ঐ হারামজাদার বাড়ীতে ঢুকতে দিস্ তো, তোর অতি বড় দিবিয় রইল।

গঙ্গা। জাখো, ফস্ করে দিবিয়-টিবিয় গালবে না বলতেছি।

পাচু। তোমাদের আর কি দিদি, আমারই নকনাস, কখন রাত ভিজে হুকিয়ে—

গঙ্গা। গা জালানে কথা বলিস্নি পাচু। এইটা ছোট ছেলে, রাগের মাথায় কুকাঙ্গ এটটা করে ফেলেছে। তাই বলে, সত্যিই কি আর সে তোরে ঠগুড়া মারতে আসতিছে ?

পাচু। ঐ তো, ঐ তো তোমার দোষ দিদি, লব জিনিসকে অমন ভুচ্ছু করে জাখো। আর আমারও হইয়েছে এমন যে, কারো বিপর আপদের কথা শুনলি আর খিয় থাকতি পারিনে। তা তুমি কি বল সামস্ত মশাই, রাতটা বয়ং—

শিবু। থাকো না বাপু। এ তো তোমার বোন—বোনাইয়ের ঘর। কি দরকার এই রাত ভিতে আর আড়াই কোশ পথ ঠাণ্ডাবার। না, কি বলগো?

গঙ্গা। জানিনে বাপু অতোশতো। এটটা ছোট ছেলে, তার আদিত্যেতেই বাবুরা সব ম'ল।

[গঙ্গা গঙ্গা করতে করতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

সপ্তম দৃশ্য

[দৃশ্যপট পূর্বানুযায়ী। ছোটো মোড়ার উপর বসে আছেন চৌধুরী মশাই ও দত্তমশাই। শিবু, শঙ্কু এবং পাঁচু সামনে দাঁড়িয়ে]

চৌধুরী। তা, এত বড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, আর আমার একটা খবর বার্তা দেবারও প্রয়োজন মনে করলে না শিবু? একেবারে খানায় গিয়ে খবর দিলে?

শিবু। কি করব বলেন? তুচ্ছ ছোটো বাঁশ পাতা স্নে শঙ্কু না হোক আমার পরিবারেরে হেনেস্তা করলে, আপনার কাছে গেছ পিতিকারের জন্তি, তা আপনি মোটে আমলই দেলেন না। তারপরই আবার মনে ককন, ছেলেটারে উকানি দে—

শঙ্কু। সেই তুমি একই কথা বলতেছ দাদা, আমি তারে উকানি দিতি যাব ক্যানে?

পাঁচু। ক্যানে যাবে তা তুমি নিজিই ভাল জান ছোট সামন্ত। বলি, তুচ্ছ কটা বাঁশপাতাই বা তুমি এঁটো হাতে কেড়ে নিতি গেছলে ক্যানে?

শঙ্কু। আহা, সে হল গে অস্ত ব্যাপার। আর তা ছাড়া, ছেলে যে আমার কত বাধ্য—তাতো তোমরা পাঁচজনই জানো। আর আমি গেছি কিনা তারে উকানি দিতি। বোঁঠানয়েই শুধোও না ক্যানে।

শিবু। ও ব্যাতটুকু বা শুদোবার—তা সবই আমি শুদিয়ে নিয়েছি। না, কি বল পাঁচু?

পাঁচু। তা' লয়তো কি? আর তা ছাড়া, আমারই তো বড় ভয়ী—আমি তো। তারে চিনি, মিছে কথা বলবার নোকই সে লয়।

চৌধুরী। কিন্তু আমি বলছিলুম কি জানো শিবু, পাড়াগাঁয়ে এ রকম ঝগড়া, কোঁদল—ও তোমার সব ঘরেই হয়ে থাকে, তা বলে থানা পুলিশ ডেকে কেউ—

দত্ত। আর তা ছাড়া মনে করো—এতে তো সারা গাঁয়েরই ইজ্জত যায়। আশেপাশের পাঁচটা গাঁয়ের লোক বলবে—গাঁয়ে কি এমন একটা মাহুয ছিল না, যে এর একটা মীমাংসা করে দেয়। তাতে তো ধরো, আমাদের সকলেরই অপমান।

চৌধুরী। অপমান বলে অপমান! এর চেয়ে বড় অপমান আর কিছু হতে পারে না।

শঙ্কু। তা আমি বলি কি দাদা—দারোগাবাবু এলি আমাদের চৌধুরী মশাই আর দত্তজা মিলে, তারে বুঝিয়ে বাজিয়ে—তা, তার অস্তি যদি কিছু খরচা করতি হয়—

শিবু। সে আর একন হয়নে বাপু।

দত্ত। সে তুমি বিবেচনা করে দেখো। তবে চৌধুরি মশায়ের মান ইজ্জতের কথাটাও একটু ভেবে দেখো। গাঁয়ের জমিদার। তার উপর আবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

[বাইরে পাকী বেহারাদের হুমহাম শব্দ]

ঐ—ঐ বোধহয় দারোগাবাবু এসে পড়লেন।

[ফেলারামের প্রবেশ]

ফেলা। কই গো শিবুদা, দারোগাবাবু এইসে গিয়েছেন। পাত্ত: লেপাম হকুম। আপনিও আজ এইসে গিয়েছেন। নমস্কার হই দত্তজা।

গয়া। না তো, মারিনি তো হজুর। [দরজার দিকে চেয়ে] তোরে আমি
মেরেচিরে জ্যাঠাইমা? আমি তো শুধু হাঁড়িকুঁড়িগুলোন ভেঙেচি।

পাঁচু। মিথ্যে কথা হজুর। আমার দিদিকে জিজ্ঞেস করেন। দিদি, হজুর
জিজ্ঞেস করতেছেন, সত্যি কথা বল—ও কাল দুপুরে বাড়ী চড়াও হইয়ে
চালাকাঠের বাড়ি তোমারে মারে নি?

গয়া। সে তো শুধু এক ঘা—জ্যানাটায় লেইগে গ্যাছে।

শিবু। এক ঘা লেইগে গ্যাছে? হারামজাদা। মিথ্যাবাদী।

পাঁচু। ধর্মাবতারের কাছে সত্যি ছেইড়ে মিথ্যে বলো নি দিদি।

চৌধুরী। শিবুর সম্বন্ধটা তো আচ্ছা ফিচেল দস্তজা, মায়েরে বলে ছেলের
বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে।

দস্ত। হ্যা, তাইতো দেখছি।

শম্ভু। বড় বোঁঠান, দারোগাবাবু যা জিজ্ঞেস করতেছেন, বুজে সম্ভে তার জবাব
দিও।

শিবু। বুজে সম্ভেই জবাব দেবেরে বাপু। তোরে আর অতো ব্যস্ত হতি
হবেনে। বড় বৌ, যা জানিস, সব বলদিনি হজুরের ঠেয়ে।

[দরজার আড়ালে গন্ধামণি অশ্রুটে কি বলল]

পাঁচু। ঐ, ঐ শোনেন হজুর, আমার দিদি বলতেছে—ও তারে মেইয়েচে।

গয়া। জাক পেঁচো, তোর ঠ্যাং যদি আমি না ভাজি তো [কঁদে ফেলল]

পাঁচু। ভাক্লেন হজুর ভাক্লেন। হজুরের স্নমকেই বলচে ঠ্যাং ভেইকে দেবে—ও
হলি তো আড়ালে ও খুন করতি পারে। ওঁর বাঁধবার হজুম তান হজুর
দারোগা। [একটু হেসে] তোমার কোন ভয় নেই গয়াবাম। কি হয়েছে, স
আমার খুলে বল তো।

গয়া। আমার মা নেই, তাই সবাই মিলে—

চৌধুরী। ছেলটার কান্না দেখেও কি তোমার মায়া হচ্ছে না শিবু। যথ
হয়েছে, এখার ছাড়ান দাও।

দারোগা। বড় ছেলে মানুষ! তা শোন গয়ায়াম, যা করেছ, তাতো করেছই,
আর কখনো যেন অমন কাজ করো না। বুকেছ?

গয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। মনে থাকবে তো? আবার কোনদিন যদি শুনেছি, তাহলে কিন্তু
একেবারে চালান করে দেব। আচ্ছা যাও।

[গয়ায়াম চোখের জল মুছে চলে গেল]

শিবু। কিন্তু হজুর, শব্দ যে ওর ছেলেরে উদ্ভানি দিলে, তার কি হবে?

দত্ত। সেটা তো প্রমাণ সাপেক্ষ হে শিবু।

পাঁচু। এর আবার প্রমাণ থাকবে কি দত্তজা। এতো আপনার জলের মতই
পরিকার।

দারোগা। জল সব সময় পরিকার থাকে নাহে পাঁচু, মাঝে মাঝে খোলাও হয়ে
যায়। তা বুঝলে শিবু, যতদূর আমি দেখলুম, এতে তোমার ভাইয়ের
কোন দোষ নেই। স্বতরাং পুলিশেরও এ' ব্যাপারে করণীয় কিছু নেই।
তবে তোমরা যদি চাও তাহলে ফৌজদারী করতে পারো।

পাঁচু। আজ্ঞে প্রয়োজন হলি তাই আমাদের কর্তি হবে।

দারোগা। তাহলে তাই করো। কইরে ফেলায়াম, পাঁড়ে, চল চল—সব।

চৌধুরী। সে কি ধুলোপায়ে একেবারে—তাকি কখনো হয় নাকি? একবার
আমার ওখানে চলুন। এবেলার মত—

দারোগা। আরে না, না—আপনি ব্যস্ত হবেন না চৌধুরী মশাই।

দত্ত। বিলম্ব, এর আর ব্যস্ত হবার কি আছে। ও আপনার দারোগাই বলুন,
আর হাকিমই বলুন, গাঁয়ে একবার এসে পড়লে—নইলে মনে করুন, এতে
বে চৌধুরী মশায়ের অপমান হবে।

চৌধুরী। ওয়ে ফেলায়াম, ভুই বাবা একটু আগে আগে যা—কাজারীতে গিয়ে
খবর দে, আমি দারোগাবাবুকে নিয়ে যাবি।

দারোগা। নেহাৎ ছাড়বেন না মশন—

কেলা। কত্তামশায়ের হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া খুব শক্ত বড়বাবু। আরি
তা হলি এগিয়ে যাই—আপনারা আসুন [ফেলারাম চলে গেল]

চৌধুরী। দত্তজা, তুমিও কিন্তু—

দত্ত। আবার আমাকে কেন—আমি তো—

চৌধুরী। না, না, তা হয় নাকি, চল চল। আচ্ছা; এবার আমরা উঠলাম
শিবু। তোমরা তাহলে একটা সহজ নিষ্পত্তিতে এলে না! বেশ ভাল
কথা। চলুন দায়োগাবাবু।

[সকলে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

অষ্টম দৃশ্য

[শিবুর বাড়ী। দৃশ্যপট পূর্বাহ্নযায়ী। উঠানে বসে শিবু গরুর জন্তে খড়
কুচোচ্ছে। গন্ধামণি টুকিটাকি গৃহকর্ম সারছে।]

গন্ধা। এট্টা সামান্জি ব্যাপার নিয়ে তোমরা যা করলে, পাড়ায় ঘরে আর মুক
জাকাতি পাচ্ছি নি।

শিবু। মুক জাকাতি না পারিস তো—মুক জাকাস নে। চুম্‌মেয়ে ঘরে বইসে
থাক। অ্যাঃ! মুক জাকাতি পাচ্ছি নি। ক্যানে, মুক না জাখাবার মতন
হইয়েছেটা কি?

গন্ধা। কি হয়নি তাই বল। সেদিন সেই পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেইয়ে
গয়া মুকপোড়া যে কোথায় উদাও হ'ল, তার আর কোন খোঁজ পাওয়া
যাচ্ছেনে।

শিবু। তা, তার খোঁজে আমাদের দরকারটা কি?

গন্ধা। দরকার নেই! কোলেপিঠে কইরে অপোগণ্ডটারে মাছ কবছ, আমারে
ছাড়া আর সে কারেও জানেনে।

শিবু। ওঃ! ওরারে ছাড়া কারে সে আর জানেনে। তা জানেনে বদি,
তা হলি চালাকাঠ দে অমন ঠ্যাঙালে ক্যানে?

গঙ্গা। ও রাগের মাথায় অমন করিই থাকে। তাই বলে, ও নিয়ে অমন অনাচ্ছিষ্ট কাণ্ড কেউ করেনে। এই তো কাল গয়রামের মাসি এইসে। আমাদের ডাইনি-মাইনি কত কথা বললে।

শিবু। তা, তুই তার কি জবাব দিলি?

গঙ্গা। এর আর কি জবাব দেব?

শিবু। বাঃ, সে বাড়ী বইয়ে এইসে তোরে গালমন্দ করল, আর তুই তারে কিছুই বললি নি।

গঙ্গা। না।

শিবু। আমি বাড়ী থাকলি মাগীকে বাঁটাপেটা কইরে—

গঙ্গা। তাহলি আজ খেঁকি বাড়ীতেই বইসে খেকো, আর কোথাও বেরিওনি।

শিবু। মানে?

গঙ্গা। না, তাই বলছি।

শিবু। তুই বড় গা জালানে কথা বলিস বড়বো।

গঙ্গা। তা, গা বাতে না জলে, তার ব্যবস্থা করলিই পারো। আমাদের বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।

শিহু। ঐ তো, ঐ তো তোব দোষ। এটটা কথা কইবার জো লেই। অমনি, বাপের বাড়ীতে চইলে বাব। তা যানা বাপের বাড়ী।

গঙ্গা। তাই যাবো।

শিবু। শালার সমসারে তুই ঘেরা ধরিয়ে দিলি বড় বো। যেয়ে মাছবের অভো ত্যাজ ভালো নয়। কিসির মস্তি কি, না,—পান্ডাভাতে ঘি। তেবু যদি ধরে অমন গোবেড়েন টা না বেড়িয়ে দিত।

গঙ্গা। হারামজাদার সে বুদ্ধিটুকুই যদি ঘটে থাকত, তাহলি কি ওর এমন খোয়ারটা হয়। মা নেই, সৎমা আবাবী তো দিনরাত কাঁতেই শিবতেছে, তার উপর তুরিও তারে জেল হাজতে পাঠানোর ধান্দার ঘুরতেছ। বাছা আমার লেই ভয়েই দেশ ছাড়া হইয়েছে।

শিবু। বলি, দেশছাড়া হইয়ে আর যাবে কোথায় ? ফেলারে তার সন্দানে
লাগিয়েছে পাঁচু।

গঙ্গা। ঐ পাঁচুটাই হইয়েছে ওর মুখোল। মুখ পেদ্দারে দেব একদিন বাঁটাচাপেটা
কইরে।

শিবু। আঃ, ছিঃ ছিঃ, তুই কারে যে কি বলিস বড় বোঁ। নিজের মায়ের
পেটের ভাই—

গঙ্গা। ভাই বলেই তো কিছু বলিনি এদ্দিন। নইলে—

শিবু। ও, ই্যা ভাল কথা, ইয়ারে, পরন্তু দিনে শুনহু শভু নাকি ঝাড়ের খেকি
ছুটো বাঁশ কেইটে নে গিয়েছে।

গঙ্গা। ই্যা।

শিবু। তুই ত্যাকন বাড়ী ছিলিনি ?

গঙ্গা। থাকবো না ক্যানে ? নিজির চোকিই তো সব দেখহু।

শিবু। তা আমারে তুই একবার জানালি নে ?

গঙ্গা। এর আর জানানোর কি আছে ? বাঁশ ঝাড় কি তোমার একার ?
ঠাকুরপোর তাতে ভাগ লেই ?

শিবু। তোর কি মাথা খারাপ হইয়েছে বড় বোঁ ?

[পাঁচুর প্রবেশ]

পাঁচু। সামন্ত মশাই, ব্যবস্থা সব হইয়ে গেল।

শিবু। কিসের ব্যবস্থা পাঁচু ?

পাঁচু। পাঁচু থাকলি যা হয় তাই। সদর খেইকে একেবারে ওয়ারিণ্ট বার
করিয়ে এইসেছি।

শিবু। ওয়ারিণ্ট কি আবার ? ও পাঁচু ?

পাঁচু। গেয়েগুয়ি পরোয়ানা। দ্বিদি, ঘরে যাজ্জ ? এক ঘটি জল দাও তো।

গঙ্গা। ওই তো কলসী রইয়েছে। গড়িয়ে থা।

[ঘরে ঢুকে গেল]

পাঁচু। কি ব্যাপার সামস্ত মশাই? দিদির মেজাজটা খুব গরম ভাকতেছি।
ঝগড়াঝাঁটি হইয়েছে নাকি?

শিবু। ঐ যে ছোড়ার নামে পরোয়ানা বার করিয়েছিল তাই। দাঁড়া আমি
জল গড়িয়ে দিচ্ছি।

পাঁচু। আরে না, না,—আমি নিজেই নিচ্ছি। [ঘটিতে জল গড়িয়ে ঢুক ঢুক
করে খেয়ে] আঃ, তা বুজলে সামস্ত মশাই, এখন সেই ছোড়াটা
কোথায়, তা একবার জানতি পারলেই—

শিবু। ছোড়াটার জন্তি অনেক করিছি, বুজলি পাঁচু। কিন্তু আর নয়! মায়ার
মমতা সব আমি বিসজ্জন দিয়েছি। ছোড়ারে আমি জেল খাটিয়ে তবে
ছাড়ব।

পাঁচু। এই তো মরদের মতন কথা। মরদ কি বাত, হাতি কি দাঁত—না,
কি বলো?

শিবু। তা বৈকি। বেলা কত হল বলদিনি পাঁচু? বেজায় খিদে নেইগেছে।
বড়বোঁ, এবার আমাদের খেতি দে। বলি, সাড়া দিচ্ছিসনে যে?
আমাদের খেতি দে।

গঙ্গা। [ঘর থেকে] কে রাঁধলে যে তোমাদের খেতি দেবো?

শিবু। রাঁধিস নি এখনো? ক্যানে শুনি?

[গঙ্গামণি ঢুকল]

গঙ্গা। আমি তো তোমাদের কেনা দাসী-বানী লই বাবু, যে, হুকুম হলিই রেঁধি
দিতি হবে। আমার আজ শরীল ভাল নেই। আজ আর আমি
পারবুনি।

শিবু। পারবিনি তো আগে বলিসনি ক্যানে? না হয় নিজিই ছুটো ছুটিয়ে
নিভুম। আসলে আমাদের না খাইয়ে থাকার মতলব তোর।

গঙ্গা। তাই যদি ভাব তো তাই। ওঃ, কি আমার গুরুঠাকুর এইয়েছেন যে—
শরীল খারাপ নিয়েও শুধিকে যে খি খাওয়াতি হবে।

শিবু। যোজ যোজ মাগীর শরীল খারাপ! রাঁধতি পারবিনি তো, বেরো, বেরো আমার বাড়ী খেইকে। (ধাকা দিতে গন্ধামণি পড়ে গেল, শিবু তাকে একটা লাথি মারল)

পাঁচু। আহা হাঃ, করছ কি সামন্ত মশাই। তুমিও কি খেপলে নাকি?
(পাঁচু শিবুকে টেনে সরিয়ে দিল, মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল)

নবম দৃশ্য

[শিবুর বাড়ী। দৃশ্যসজ্জা পূর্ববৎ]

পাঁচু। তুমি এমন মূশড়ে পড়লে কেন সামন্ত মশাই? কোথায় আর যাবে?
দ্বিদি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ীতে গিয়েছে।

শিবু। না হে পাঁচু না। সেখান আমি নোক পাঠিয়েছিহু।

পাঁচু। তবে?

শিবু। আমিও তো তাই ভাবতেছি। ঝগড়া-ঝাটি বা অশান্তি তো আর সমসারে নতুন লয়, রাগারাগির মুখে বাপের বাড়ী চলে যাব বলে ভয় দেখালেও আজ পঙ্কস্ত নিজের খেকি কখনো তোমাদের বাড়ীতে ও যায় নি।

পাঁচু। তা অবশ্য ঠিক।

শিবু। বে'র পর আজ পঙ্কস্ত নিজের খেকি কখনো তোমাদের বাড়ীতে যায় নি সে। হয় আমি নিজে নে গেছি, আর নয়তো গয়াবে নে—

পাঁচু। আমিও তো তাই ভাবছি সামন্ত মশাই। দ্বিদির যে এমন মতিগতি হবে—

শিবু। আসলে কি জানিস পাঁচু, ঐ ছোড়াটার জন্তি তোর দ্বিদির মনটা পুড়তেছে। নিজের খেটা হয়েছিল, সেটা তো ঐতুবেই মইয়েছে। তারপর ঐ গয়াটারেই তো সে—

পাঁচু। তা, সেও ভেঁমনি তার দ্বাম দিয়েছে—চালা কাঠের ক্লাড়ি মেইরে।

শিবু। না, না, ওকথা বলিস নে পাঁচু। অগ্নায় অবশিষ্ট ছোঁড়াটা কইয়েছে—
কিন্তু জ্যাঠাইমারে ভালোও তো সে বাসে।

পাঁচু। হ্যাঁ, বিড়াল যেমন ভালবাসে মাছ। জানে তো, যে জ্যাঠাজ্যোষ্ঠী মরলে
বিষয়-সম্পত্তি যা সব আছে—

শিবু। সে কথা অবিশিষ্ট ঠিক। যা একটু ধূলোগুড়ো আমাদের আছে, তা
তো ওরাই পাবে। কিন্তু তা নয়। সত্যিকারের আতের টানটুকুও
আছে।

পাঁচু। আচ্ছা সামন্ত মশাই, তোমার পিসির বাড়ীতে যায় নি তো দিদি ?

শিবু। পিসির বাড়ী ? তা, অবিশিষ্ট যেতি পারে। তা দেখি সেখানে একবার
নোক পাঠিয়ে। তুই তাহলি বাড়ীতেই থাকিস, আমি একুনি আসতেছি।

[প্রস্থান]

পাঁচু। দিদির যত আদিখ্যেতা। ভারী তো তোর দেওরের ছেলে, তা তার
জন্ম একেবারে বিশ্বশুদ্ধ অন্ধকার দেখতেছিল। ছেলে নেই, পুত্র নেই,
এতটা বিষয় সম্পত্তি—তা নিজের ভায়ের ছেলেটারে পুষ্টি নে।

ফেলা। [নেপথ্যে] শিবুদা আছ নাকি ? ও শিবুদা।

পাঁচু। কে ? ভেতরে এসো।

[ফেলারামের প্রবেশ]

পাঁচু। ও, ফেলারাম, তা কি খবর ?

ফেলা। এই এছ এটুটু, শিবুদার ঠেঁয়ে।

পাঁচু। ছোঁড়াটার কোন খোঁজ পেলো নাকি ?

ফেলা। হ্যাঁ, খবর এটুটু পেয়েছি, তবে—

পাঁচু। আরে হবে, হবে। সে তো ভোমারে বলেই রেইখেছি ফেলারাম, পাকা
খবর যদি দিতি পারো, তাহলি নগদ—

ফেলা। আরে সেই কথা বলতিই তো এয়েছিছ গো। খবর একেবারে পাকা।
বাজে খবরের কারবার ফেলা চৌকিদার করে নে।

পাঁচু। আঃ। কাজের সময় এতো বকো ক্যানে বল তো ফেলারাম। বাজে কথা রেইখে এবার কাজের কথায় এসো।

ফেলা। এই ছাকো, তুমি রাগ করতেচ পাঁচুদা। আরে কাজের কথাইতো বলতেছি। কিন্তু ও তোমার ছুটাকায় হবে নে পাঁচুদা। নিদেন পাঁচটা ট্যাকা চাই।

পাঁচু। এঃ, ট্যাকা একেবারে খোলামকুচি পেইয়েছ না? মাটিতে দশ হাত গন্ত খুঁড়ে ছাকো দিকি, পাঁচটা পয়সা কোথাও পাও নাকি? মাহুঘের দরকারী খবর নে অমন দর কষাকষি করতি নেই ফেলারাম। তাতে ভারী অধম্ম হয়। তুমি তিনটে ট্যাকা নিওখন।

ফেলা। ও তিন ট্যাকায় হবে নে পাঁচু দা। বলে—এই সব খোঁজ খবর করতি ঘেয়ে এ'কদিনে তাড়িই খেটেয়ে ফেইলেছি তিন ট্যাকায়।

পাঁচু। মিছে কথা বলিস নে ফেলারাম। অধম্ম হবে। চোকিদার মাহুঘ তুই। তুই কি আর পয়সা দে—

ফেলা। হে-হে-হে, তা অবশি সত্যি কথা। তোমাদের আশীর্বাদে ফেলারামেরে খাতির সকলেই করে। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি চারটে ট্যাকা দিও।

পাঁচু। সে হবেখন। এখন খবরখানা ছাড় দিকিনি ফেলা।

[শিবুর প্রবেশ]

পাঁচু। সামন্ত মশাই, সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

শিবু। কোথায়? কোথায়? কে খবর দিলে?

পাঁচু। এই তো ফেলারাম খবর এইনেছে।

শিবু। অম্মক বিম্মক হয় নি তো? তা গাড়া নিয়ে চলো না একুনি দুজনে যাই।

ফেলা। আরে না, না—অম্মক বিম্মক করবে ক্যানে। বাহাল ভবিয়ভেই আছে। নাম তাঁড়িয়ে—

শিবু। নাম ভাঁড়িয়ে ?

ফেলা। তবে আর বলতোছ কি ? নাম ভাঁড়িয়ে পাচলার সরকারা পোলের কাজে নেইগেছে।

শিবু। পাচলার পোলের কাজে নেইগেছে ? কার কথা বলতেছে, ও পাঁচু ?

পাঁচু। আরে না, না, দ্বিধির কথা নয়। গয়্যারামের কথা বলতেছে ফেলা।

শিবু। ও, গয়্যারামের কথা, আমি মনে করতুম—

পাঁচু। তুমি ফেলারে চারটে ট্যাকা ছাও দেখি।

শিবু। এখন ও সব থাক পাঁচু। ঘরের মানুষটার একনো কোন খবর পেছ নে।

পাঁচু। কিন্তু এ সুযোগ হাত ছাড়া করলি—

শিবু। না পাঁচু, আগে সে ফিরি আসুক তারপরে—

পাঁচু। আচ্ছা, আচ্ছা, চারটে ট্যাকা তো এখন ফেলারে ছাও। তারপর—

শিবু। কিন্তু—[পাঁচুর হাতে টাকা দিল]

পাঁচু। এই নাও, খবর পাকা তো ?

ফেলা। পাকা বইলে পাকা। একেবারে যাকে বলে গাছ পাকা। আচ্ছা

তাহলি চলি শিবুদা, চলি পাঁচুদা।

[প্রস্থান]

পাঁচু। সামস্ত মশাই, খবরটা যখন পাওয়াই গেল—তখন দ্বিধি আসতি না আসতি কাজটা শেষ করি ফেলি চলো।

শিবু। মনটার বড় কু ডাক ডাকতিছে হে পাঁচু। পিসির বাড়ীতে নোক পাঠাব বলে তো গেছ—তা হঠাৎ পিসির ভাস্করপো গোবরার সঙ্গে দেখা, সে তো বললে—আচ্ছা পাঁচু, শেষকালে আগুঘাতী হয় নি তো বড় বো ?

পাঁচু। তুমি খেপেছ সামস্ত মশাই। দ্বিধি আগুঘাতী হতি বাবে কোন জুখে। তুমি ও সব আবোল তাবোল ভাবনা ছাড়ো দিকি।

শিবু। না পাঁচু, মনটা কিছুতেই স্থির হচ্ছেনি। এতটা বাড়াবাড়ী না করলিও হত।

পাঁচু। আমি তোমারে বলতেছি সামন্ত মশাই। রাগ পইড়ে গেলে দিদি আপনিই ফিরবে। তুমি ভ্যাতক্ষণ এঁটুটু বিশ্রাম লেও, আমি সব জোগাড় যস্তর কইরে রাখি। কাল সকালেই আদালতের প্যারদা আর আমাদের ফেলা চৌকিদারেরে নে গে তাকে কঁাক কইরে ধরব।
[ছুজনে ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল]

দশম দৃশ্য

[পাঁচলার পোলের সন্নিকট। শ্রমিক কর্মচারীদের বসবাসের জন্ত নির্মিত অস্থায়ী চালাঘর দেখা যাচ্ছে।]

শিবু। এ যে একেবারে এলাহি কাণ্ড হে পাঁচু। এত বড়ো তেপান্তরের মত মাঠথানাতে এ যে একেবারে ছিনাথের মেলা বইসে গিয়েছে হে।

পাঁচু। তাই তো দেকতেচি। আমি তো বড় ইদিকে আসি-টাসিনে, তাই ঠিক—

পেয়াদা। তা বুজলেন পঞ্চানন বাবু—

পাঁচু। পঞ্চানন নয়, পেয়াদা মশাই—পাঁচু, পাঁচু। ঠাকুরার মুখে গল্প শুনেছি, আমাদের তিপুজির পাঁচু ঠাকুরের দোর ধইরে আমার জন্ম—তাই ঠাকুরা আমার নাম রেইখেছে পাঁচু।

পেয়াদা। তিপুজির পাঁচুঠাকুর? বড্ড জাগ্রত দেবতা মশাই। আমার বড় শালাজের ভাইবিজামাই, বুজেছেন—তার সাক্ষাৎ মাসতুতো বোন—আপনাকে বলব কি মশাই, জন্ম থেকেই একেবারে কঁাকলাসের মতন চেহারা।

ফেলা। ও ঐ রকম হয় বটে কারো কারো।

পেয়াদা। আরে শোনই না চৌকিদার ভায়া। মেয়ের বয়েস বাড়ে কিন্তু শরীরে আর আপনার, বুজলেন পঞ্চানন বাবু—।

পাঁচু। আঃ, পাঁচু বাবু—

পেয়াদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঁচু বাবু, তা বুজলেন, পাঁচু বাবু, মেয়ের শরীরে আর গতি লাগে না। ভাবনায় ভাবনায় বাপ-মায়ের না আছে মুখে অন্ন, না আছে চোকে নিদ্রা। একেবারে যারে বলে ন যথৌ, ন তহৌ অবস্থা—

পাঁচু। ও বাবা, তা মানে কি এর ?

পেয়াদা। ও হ'ল আপনার সংস্কৃত শাস্ত্রের বচন—মানে হ'ল গিয়ে—রাকতিও পারে না, ছাড়তিও পারে না।

ফেলা। ক্যানে, রাকতি পারছে না ক্যানে ?

পেয়াদা। আরে রাকবে কি কইরে ? ষম ওদিক থেইকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে না। তা শেষ পজ্জন্ত বুঝলেন পাঁচুবাবু—মেয়ের দিদিমা গিয়ে হত্যে দিবে পড়লে পাঁচুঠাকুরের দোরে—তবে তার রেহাই। তা, সেই পাঁচুঠাকুরের দোর ধরি আপনার জন্ম, আপনি তো ক্ষণজন্মা পুরুষ—

পাঁচু। বুজলেন পেয়াদা মশাই, নেহাৎ কপাল দোষে চাষীর ঘরে এইসে জন্মেছি। নইলে—

ফেলা। পাঁচুদা, গল্প তো খুব জুড়েছ। দেবী হলি কিন্তু পাকী ওদিকে ফুডুৎ করি পালিয়ে যাবে।

পেয়াদা। বলি উড়ে আর যাবে কোথায় চৌকিদার ভায়া ? চান্দ্রিগে জাল যে ভাবে পেইতেছি, তাতে আর উড়তি হবে নে।

পাঁচু। উড়বে অমনি বললিই হল ? অমন কাঁচা কাজ পাঁচু লঙ্ঘর করে না।

শিবু। কিন্তু চারিদিকে এত নোকজন, লোহা-লঙ্ঘর, কলকারখানা—একানে হোঁড়াটারে তুমি কোথায় খুঁজে পাবে বল তো পাঁচু ?

পাঁচু। আরে সে সব খবর আমি নিয়ে এইসেছি সামন্ত মশাই। সে এখানে সায়েবের বাংলা নেথা-পড়ার কাজ করতেচে।

শিবু। নেথাপড়ার কাজ করতেচে ? তা হলি তো হোঁড়াটার এলেম আছে পাঁচু ?

পাঁচু। হ্যাঁ, বাংলা নেথাপড়ার কাজ, তার আবার এলেম। তা ও পেয়াদা মশাই, আপনার আবার সাক্ষীসাবুদ লাগবে নাকি ?

পেরাদা। অরে না, না, এতো কি বলে ক্রোকের পরোয়ানা লয় যে, কি আটক করলুম—কতটুকু আটক করলুম, তার আগাপাশ্তলা সব ফিরিস্তি নাগবে, কিংবা সাক্ষীসাবুদ নাগবে। এ হল কি বলে—বজি ওয়ারেন্ট। সুতরাং ও সব ঝামেলা ঝক্কি কিছু লেই।

পাঁচু। ও ই! ঝামেলা কিছু না থাকলিই হ'ল। ছোঁড়াটা আবার এটুটু গুণ্ডা কিনা।

পেরাদা। আরে রাকুন মশাই আপনার গুণ্ডা। হাকিমের পরোয়ানা নিয়ে কোটের পেরাদা এইলে, দড়িছেঁড়া বলদ অবদি আপনার থির হইরে দাঁড়িয়ে যায়—আর এতো আপনার বাচ্চা এটুটা ছেইলে।

কেলা। তাই না তাই। আপনি কোটের প্যায়দা আছেন, আমি থানার চৌকিদার আছি। গুণ্ডামি অমনি করলিই হল?

শিবু। অযথা তুমি ছেলেটারে ছবতেছ পাঁচু। ছোঁড়াটা এটুটু ডাকাবুকো ঠিকই। তা বইলে গুণ্ডা বদমাস সে লয়।

পেরাদা। হ্যা, হ্যা, তা তো বটেই। তা যা বলছিলাম পাঁচুবাবু, কোটে চাকরী করে, এই ছোটো চম্চকে দেখলুম মশাই অনেক। তার উপর মনে করুন ফৌজদারী কোট আপনার হল গিয়ে হরিহর ছত্রের মেলা। শালীনতাহানি, ফুলানি, পকেটমারা থেকে শুরু কইরে—

পাঁচু। জানি মশাই জানি। আপনার আলীস্বাদে ফৌজদারী আদালতের ব্যাপার-স্তাপার ও আমার সব নথদপ্পনে আছে।

পেরাদা। সে অবশ্য আমি এক আঁচড়েই বুইজেছি। তেবু শত হলিও আপনারা সব পব্লিক কি না।

পাঁচু। কি লিক?

পেরাদা। পব্লিক—যানে সাধারণ নোক আর কি! তা আপনি কিছু ভাববেন না, আপনি শুধু আলীস্বাদে এটুটু আড্ডেটিট কইরে দেবেন।

শিবু। কি কইরে দেবে?

পেয়াদা। আডেটিটি।

পাঁচু। ও বাবা, সে আবার কি ?

পেয়াদা। আডেটিটি বুজলেন না ? সনাক্তকরণ মশাই, সনাক্তকরণ।

শিবু। ও, সনাক্তকরণ। তাই বলুন। আমি মনে করছি না যেন এটাই কি ?

ফেলা। তা খোলসা কইরে বাংলায় বললিই পারেন—দারোগাবাবুর টাট্টু

ঘোড়াটার মতন ইন্জিরি কথার চাট মারেন ক্যানে ?

পেয়াদা। কোটে কাজ কইরে কইরে ইংরেজিটা আমার এমন লব্জ হইয়ে

গিয়েছে—বলতি না চাইলেও মুক দে বেরিয়ে পড়ে। ফলে হইয়েছে কি

জানেন ? সব কথারে আবার বাংলায় ক্যালিফাই কইরে দিতে হয়।

পাঁচু। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলেন পেয়াদা মশাই। শেষে না ছোড়াটা

ভেইগে যায়।

পেয়াদা। আরে না, না, ভেইগে যাবে কোথায় ? তবে আপনি সমস্ত ঠিকঠাক

জেইনে নিয়েছেন তো পাঁচুবাবু ? ফলসো হইলে কিন্তু স্বজ্ঞাত হইয়ে যাবে

মশাই। একেবারে ডিফোরমিশন স্ট্রাট, মানে—মানহানির মামলা

হইয়ে যাবে। তখন আমাদের জুরিডিকেশনের বাইরে চইলে যাবে।

আর সেই সঙ্গে আমারও প্রেস্টিগ—মানে সম্মান ড্যামারেজ খেইয়ে

যাবে।

শিবু। পেয়াদা মশাই কি বলচেন শুনিছি তো পাঁচু। বুড়ো বয়সে আমারে

বেন আবার হয়ে মজিও না বাপু!

পাঁচু। তুমি একেবারে নিবৃত্তাবনার থাকো লায়ন্ড মশাই। আমি সব ভাল

কইরে জেইনে বুইজে নিয়েছি। এখন এট্টু পা চালিয়ে চলো।

[সকলের প্রস্থান। মক অঙ্ককার হয়ে গেল]

একাদশ দৃশ্য

[পাঁচলার পোলের সন্নিকট । শঙ্খ ও বিন্দুর প্রবেশ]

বিন্দু। তোমার বাপু একেবারে উঠল বাই তো কটক যাই। নিজি একবা এসি জেইনে বুইজে যাবে, তা নয়—

শঙ্খ। ও আর বোজাবুজি নেই রে, বোজাবুজি নেই। যাকনি শুনহু যে বা বৌঠানরে কোথাও খুঁইজে পাওয়া যেইতেছে না—তাকনি আমি বুইয়ে নিইয়েছি—নিঘ্যাং বড় বৌঠান এই পাঁচলার এইসে উইঠেছে।

বিন্দু। সেদিন তো বড়গিন্নী কত ঠাকার দেখালে—গয়্যারামের রোজগারে পিত্যেস আমরা করি ? আর একন ?

শঙ্খ। তোর বড় কুচুটে মন ছোট বো। দাদার সম্মারে কি অস্তাব কি আছে যে, যথাসম্বন্ধ ফেইলে রেইকে—

বিন্দু। ভাখো, পথেঘাটে যেকেনে সেকেনে যা তা বলুনি বলতোছ, আমি কুচুটে

শঙ্খ। নয় তো কি ? তুইই তো, আমার কান ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে—

বিন্দু। ও ! আমারই একন সব দোষ হইয়ে গেল। তবে সাদ কইরে ভো হতি গেছলে ক্যানে ?

শঙ্খ। আরে ত্যাকন কি ত্যাতো বুজেছিহু। একন তো দেকতেছি পেশ হইয়ে খুব ভুল কইরেছি। খরচাকে খরচা বেইড়েছে, ওদিকে আবার ছেলেমেয়েগুলোরে নে তোরও হতিছে হাড়ির হাল। এট্টু রয়ে সময়ে যদি থাকতি পারতিস—

বিন্দু। সে আমি পারবনে বাপু। না খেইয়ে থাকি সেও ভাল, কিন্তু বড় গিন্নীর ঠাকার আমি সহিতি পারবুনি। বাবা ! মাগীর মুক তো নয়—

শঙ্খ। ও ওই মুকেই। মুকে এট্টু কালো কথা বলে বটে, কিন্তু বড় গিন্নীর মনটা বড় নরমরে। ছেলেমেয়েগুলোরে বড় ভালবাসে।

বিন্দু। তা অবস্তি বাসে। ছোট ছেইলেটা আজও তো জ্যোঠা, জ্যোঠী কইরে কাঁদতিছেল—

শম্ভু। তবে। আর, ছোট ছেলেমেয়েরাই ঠিক আদরের জনের মন বজ্রতি পারে। আর তা ছাড়া—সমসারের অত যে কাল, সবই তো বড়গিন্নী বুক দে পইড়ে সামলাতো না, কি ?

বিন্দু। তা তো সামলাতো। কিন্তু তাই বইলে, একবার ভেঙ্গ হইয়ে গে, আর তো নিজি থেকি—

শম্ভু। না, তা আর একন হয় নে। তবে এটুটা কথা তোকে বলি ছোট বোঁ, জানিনে, বড় বোঁঠান পাঁচলাতেই এইসে উঠেছে কিনা—তবে ঢাকা হলিই যেন আবার তার সঙ্গে কৌদল জুইড়ে দিস নে।

বিন্দু। হ্যাঁ! কৌদল করাই আমার স্বভাব কিনা, তাই ঢাকা হলিই তার সঙ্গে কৌদল জুড়ব। তবে হ্যাঁ, এটুটা পষ্ট কথা কিন্তু তাকে বলবই বাপু—সে তুমি রাগই করো, আর গোসাই হও।

শম্ভু। কি ? কি কথা তাকে শোনাবি শুনি ?

বিন্দু। এটুটা কথাই তাকে বলব আমি—আমার ছেলের রোজগারই তো একন সে খেইতেছে।

শম্ভু। হ্যাঁ। ভারি ন' শো পকাশ টাকা রোজগার করতেছে তোব ছেলে, যে বড় গিন্নী তার—

[জলভরা কলসী নিয়ে গঙ্গমণির প্রবেশ]

গঙ্গা। একি ! ঠাকুরপো যে ! তুমি একানে ? আস ছোট বোঁ, পয়ের মতন বাইরে দাঁড়িয়ে ক্যানে রে।

শম্ভু। ইয়ে মানে—ছোড়াটার এটুটু খোজ খবর নিতে এম্ব। তা ছোট বোঁ বললে—

গঙ্গা। একেই বলে আন্তের টান। ও তোমার ঝগড়া-কৌদল বাই করি, কেউ কি কাউকে আমরা ছেইড়ে থাকতি পারি। তা হ্যারে ছোট বোঁ, ছেইলে-মেয়েগুলোয়ে আনলি নি যে বড়। কথা কচ্ছিসনে যে, আমি তোব মায়ের মতন ছোট বোঁ। মুকে হয়তো পাঁচ কথা কই, কিন্তু আমার বুকির মন্দি—

বিন্দু । সে জন্মিই তো এম্ব দিদি । সম্ভার করতি গেলি ওরকম বগড়াআটি
কত হয়, তা বইলে কি আর—

গঙ্গা । এইমো ঠাকুরপো, বাড়ীর ভেতরে এইমো—আয় ছোট বো ।

[তিন জনেই ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল । একটু পরে পাঁচু, শিবু,
পেয়াদা, ও ফেলা এসে ঢুকল ।]

পাঁচু । এই—এই ঘরটাতেই তো সে থাকে বললে । তোমরা সব একানে এটু
দাঁড়াও, আমি আড়াল থেকে কান পেইতে শুইনে আমি ।

[পা টিপে টিপে গিয়ে কান পেতে শোনে]

সামন্ত মশাই, এ নিঘাৎ গয়্যারামের গলা । এবার বাছাধনকে পেইয়েছি ।
পেয়াদা মশাই, আপনি গিয়ে ওর সাড়াটি লিন । আমরা এটু আড়ালে
গিয়ে ঘাপটি মেইরে থাকি । চইলে এসো সামন্ত মশাই, ফেলা আয়—

[পেয়াদা ছাড়া সকলের প্রস্থান]

পেয়াদা । ঘরে কে আছেন ?

গয়া । [ঘর থেকে] কে ? কাকে চাইছেন ?

পেয়াদা । এটু বাইরে আসবেন ?

গয়া । [ঘর থেকে] খেইতে বইসেছি, এটু দাঁড়ান ।

[গয়া এটো হাতে দরজা খুলে দাঁড়াল]

গয়া । কে ? কাকে খুঁজছেন ?

পেয়াদা । তোমার নাম গয়্যারাম সামন্ত ?

গয়া । হ্যা, কেন ?

পেয়াদা । পিতা শঙ্কু সামন্ত । সাকিন—

গয়া । অতো খবরে আপনার দরকার ? আপনি কে ? কোথেকে আসছেন ?

পেয়াদা । বলছি বাপু বলছি, সময়ে সব জানতি পারবে । এখন যা জিজ্ঞাস
করছি তার জবাব দাও দিকি ।

গয়া । কেন ? আপনার এত কথার জবাব দিতি যাব কোন জ্বাধে ?

পেয়াদা। স্ববাদ বল' স্ববাদ, আর বিবাদ বল বিবাদ—ব্যাপার এট্টা আছে বাপু। নইলে কি আর এই ঠায় ছপুরটার সময়, শরীরে একনো এট্টা তেল-জল পড়ল নি, তোমার সঙ্গে কুটুখিতে করবার জন্তি এতটা পথ ঠেকিয়ে এইসেছি। একন শিধে কথায় জবাব ছাও দেখি—পিতার নাম শঙ্কু সামন্ত কি না ?

গয়া। হ্যা

পেয়াদা। আর সাকিন হল গে তোমার ?

গয়া। মীরপুর।

পেয়াদা। মীরপুর ? বাস—রাম, তুই, সাড়ে তিন কইরে সবই তো বললে বাপু, তবে আর এতক্ষণ খুঁটো উপরোবার চেষ্টা করছিলে ক্যানে ? পাঁচুবাবু আসুন—আসামী ক্যাচ-কট-কট।

[পাঁচু, শিবু ও ফেলার প্রবেশ]

পাঁচু। তারপর সোনার চাঁদ, নাম ভাঁড়িয়ে খুব তো পাঁচলার কাজে এইসে ভিড়েছ—একন ? পেয়াদা মশাই, হলফনামা জারী করুন।

পেয়াদা। আসামী গয়রাম সামন্ত, মহামান্য আদালতের হুকুমে জ্রীলোককে প্রহার, জিনিসপত্র তছরপাত ও অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে তোমাকে ধৃত করিয়া আদালতে উপস্থিত করিবার মানসে আমরা এখানে আসিয়াছি।

[ঘরের মধ্য থেকে গঙ্গামণির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—“ভাত কেইলে আবার কোথা গেলি ? ও মুকপোড়া”—বলতে বলতে বাইরে এসে দাঁড়াল]

পাঁচু। একি ! দিদি তুমি !

গঙ্গা। গন্ধে গন্ধে একানেও এইসে জুটেছিস পেঁচো। ছেলেটারে কি তুই এট্টা শাস্তি দি থাকতি দিবি নে। তার বোনাইরে বল—গয়াকে জেল ফাঁসি বা ইচ্ছে হয় দিক। তার আগে আমাদের যেন গলায় পাড়া দিয়ে যাবে। ও মুক পোড়া ফেলারাম—বছর বছর পাকুনি আর ধামা ধামা মুড়ি-মুড়কি

নে গেছিল কি আমার এই সন্ধান করতি । বলি, মুড়ো কাঁটার বাড়ি
যদি খেতি না চাস—

পেয়ারা । আমার উপর যেন রাগ কোরো নি মা-জননী । সরকারী কামচারী
আমি, মহামায়া আদালতের হুকুমে—

শিবু । এমন কইরে বাড়ী ঘর ফেলি চলি আসতি হয় বড় বো ? আমরা যে কত
চিন্তায় মরতেছি, সে কথা একবার মনে হ'ল না তোরা । ও পেয়ারা
মশাই, আপনি একন আসেন, আপনার ও আডেকটি আর কাজে
লাগবে নি ।

গঙ্গা । না-না-এই ভর দুপুরে—না খেইয়ে দেইয়ে উনি যাবেন কোথা ?

[গান গাইতে গাইতে বৈরাগীর প্রবেশ]

গান

ঐ ঞাখ্ মা চেয়ে নন্দরাণী, পোহাল তোর বিভাবরী,

এবার গোপালকে নে মা শশোদা, ভাসাও তোমার সোনার তরী ।

অভিমানে নন্দ রাজা,

তোর গোপালে দিল সাজা,

সে আজ আপনি কেঁদে

এলো সেধে,

নিতে গোপালে বুকে করি ।

[গান শেষ করে বৈরাগী চলে গেল]

গঙ্গা । ওরে ও মুকপোড়া গঙ্গা, হাঁ কইরে দেঁড়িয়ে দেখতেছিল কি ? তেল
গামছা-টামছা কি আছে বার কইরে দে—গুঁয়ারা নদী খেইকে গে ডুব
ঝিরে আসুক, আমি ত্যাগ করি আর এক হাঁড়ি চড়িয়ে দিই—

[ইতিমধ্যে শব্দ এসে দাঁড়াল]

শিবু । একি ! শব্দ ! তুই একানে ?

শব্দ । শুধু আমি ক্যানে ? তোমার ছোট বোমাও তো এইয়েছে ।

গঙ্গা। ওরে! ও ছোট বো! একবার বেরিয়ে এইসে তাকরে—তোম ভাসুর
আমাদের সব নিতি এইয়েছে।

[বিদূর প্রবেশ]

পাঁচু। সামস্ত মশাই, মামলার ফলটা তা হ'ল কি হল?

গঙ্গা। হ'ল তোর মাথা আর মূণ্ড। শীগ্গীর শীগ্গীর নেইয়ে আয়—তারপর
এটটা গরুর গাড়ীর জোগাড় তাক। খেইয়ে দেইয়ে আবার তো সব
ফিরতি হবে, না কি!

য ব নি কা